NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে কেন্দ্রকে নিশানা রাহুলের

প্রয়াত লিয়েন্ডারের মা জেনিফার পেজ ৭

কলকাতা ১৮ মে ২০২৬ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩৩৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.05.2026, Vol.19, Issue No. 335, 8 Pages, Price 3.00

চোল রাজাদের তাম্রলিপি দেশে ফেরালেন মোদী

হেগ, ১৭ মে: নেদারল্যান্ডস সফরে বড় সাফল্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। দীর্ঘদিন ধরে ডাচদের দখলে থাকা ঐতিহাসিক সম্পদ অবশেষে ফিরল ভারতের ঘরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দেওয়া হল প্রায় এক হাজার বছরের পুরনো একটি তাম্রলিপি। মূলত এটি চোল যুগের। আর তাই এই লিপিতে চোল সাম্রাজ্য, সেই যুগের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘদিন এই তাম্রলিপির দাবি জানিয়ে আসছিল ভারত। অবশেষে প্রধানমন্ত্রীর সফরে তাঁর হাতে ওই ঐতিহাসিক নিদর্শন তুলে দিয়েছেন ডাচরা।

তাম্রলিপি ফিরে পেয়েই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। এক হাজার বছর পুরনো ওই নিদর্শনগুলোর ছবিও শেয়ার করেন। ক্যাপশনে লেখেন, 'সকল ভারতীয়ের জন্য এক আনন্দের মুহূর্ত! একাদশ শতকের চোল যুগের তাম্রলিপি নেদারল্যান্ডস থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী রব জেটেন। তাঁর উপস্থিতিতেই তাম্রলিপিগুলি তুলে দেওয়া হল ভারতের হাতে।'

তাম্রলিপিগুলো ইউরোপে 'লাইডেন প্লেটস' নামেও পরিচিত। এগুলো লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংরক্ষিত ছিল। প্রত্নবস্তুগুলো চোল সাম্রাজ্যের টিকে থাকা সবচেয়ে ঐতিহাসিক মূল্যবান নথিগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভারত ২০১২ সাল থেকে এগুলো ফেরত চেয়ে আসছিল। মোদী পোস্টে লেখেন, 'চোল-যুগের এই তাম্রলিপিতে ২১টি বড় এবং ৩টি ছোট ফলক রয়েছে। বেশিরভাগ লিপিই বিশ্বের অন্যতম সুন্দর ভাষা তামিলে খোদিত। এগুলি চোলদের গৌরব ঘোষণা করে। ভারতীয় হিসেবে আমরা চোলদের সংস্কৃতির জন্য গর্ববোধ করি। আমি নেদারল্যান্ডস সরকার এবং বিশেষ করে লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । তারা ঊনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে এই তাম্রলিপিগুলি সংরক্ষণ করে আসছে।' কূটনৈতিক মহল বলছে, ঐতিহাসিক সম্পদকে ফিরিয়ে আনা এই মুহূর্তে মোদীর সফরের বড় সাফল্য বলা যেতে পারে।

সকল ভারতীয়ের জন্য এক আনন্দের মুহূর্ত! একাদশ শতকের চোল যুগের তাম্রলিপি নেদারল্যান্ডস থেকে ভারতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী রব জেটেন। তাঁর উপস্থিতিতেই তাম্রলিপিগুলি তুলে দেওয়া হল ভারতের হাতে।

— নরেন্দ্র মোদী

উল্লেখ্য, নেদ্যারল্যান্ডসে গিয়ে প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখান থেকেই বিশ্ব অর্থনীতির পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতে বিশের দশক একেবারেই বিশ্বের অর্থনীতির জন্য ভাল নয়। একের পর এক বিপর্যয় নেমে এসেছে। এই সময়টা এখন আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং গোটা বিশ্বের জন্য। এই অনুষ্ঠানের পর নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একাধিক বিষয় নিয়ে বৈঠক করেন। দুই দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তিও সাক্ষর হয়। নেদারল্যান্ডসের প্রধানমন্ত্রী রব জেটেনকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আফস্যুইটডিজক বাঁধ পরিদর্শন করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, 'আমার নেদারল্যান্ডস সফর ভারত-নেদারল্যান্ডস সম্পর্কে নতুন গতি এনেছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের খণ্ডচিত্র। রবিবার দুপুরে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টে।

ক্ষোভের আগুনে রণক্ষেত্র

প্রতিবাদের নামে গুন্ডামি-ভাঙচুর

পালটা মার পুলিশ-বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইট, লাঠি, ভাঙা কাচ। রবিবার দুপুরে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট যেন রণভূমি। নতুন সরকারের উচ্ছেদ অভিযান আর আজান-নমাজে কড়াকড়ির অভিযোগে রাস্তায় নামলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকশো মানুষ।

জটলার মাঝে এক প্রৌঢ়ের গলা চড়ল, 'জমানা বদলাতেই আমাদের কোণঠাসা করা হচ্ছে।' পাশ থেকে তরুণ যুবক চেঁচালেন, 'ঘর ভাঙছে বুলডোজার, আর আজান দিতেও বাধা!' দুই ক্ষোভ মিশে ফেটে পড়ল ক্রসিংয়ে। পুলিশ জমায়েত সরাতে এগোতেই শুরু হল ঠেলাঠেলি। বাহিনী লাঠি তুলতেই উলটো দিক থেকে ধেয়ে এল ইটের টুকরো, ভাঙা বোতল।

একটি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাসের সামনের কাচ গুঁড়িয়ে গেল নিমেষে। ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। বড় রাস্তা থেকে গলি, যান চলাচল থমকে দাঁড়াল। দোকানের ঝাঁপ পড়ল তড়িঘড়ি।

পরিস্থিতি সামলাতে ডাক পড়ল র‍্যাফ, কমব্যাট ফোর্সের। লাঠি চালিয়ে, তাড়া করে হটিয়ে দেওয়া হল ভিড়। কিন্তু ভেতরের সরু গলিতে তখনও জটলা। বাইরে সেভেন পয়েন্টের মোড়ে বুটের শব্দ। টহল দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ দু'টি। এক, বেআইনি নির্মাণের নামে বেছে বেছে সংখ্যালঘু এলাকায় বুলডোজার চালানো হচ্ছে। দুই, মাইকে আজান, প্রকাশ্যে নমাজে নতুন বিধিনিষেধ চাপানো হয়েছে। তাঁদের দাবি, ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে পরিকল্পিত ভাবে।

প্রশাসনের পালটা যুক্তি, শহর জুড়ে দখলদারি হটানো আর শব্দ নিয়ন্ত্রণে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি নেওয়া হয়েছে। ধর্ম দেখে নয়, আইন দেখে কাজ। তবে পালাবদলের পর এই অভিযান ভয়ের জন্ম দিচ্ছে, মানছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ। পার্ক সার্কাসের ঘটনা বুঝিয়ে দিল, আইন রক্ষা আর নাগরিক আস্থা, দুইয়ের ভারসাম্য না-রাখলে বারুদ ছড়াবে। নতুন সরকারের সামনে এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা বিশ্বাস ফেরানো।

না-হলে সেভেন পয়েন্টের স্ফুলিঙ্গ পৌঁছে যাবে অন্য পাড়ায়, অন্য শহরে। আপাতত ক্রসিং শান্ত। কিন্তু এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

পুলিশের ওপর আক্রমণ হলে লাঠি চলবেই, পার্ক সার্কাসে কড়া হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইট, ভাঙা গাড়ি, রক্তাক্ত পুলিশ। পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টে রবিবার দুপুরে আইনশৃঙ্খলা ফেরাতে নামল বাহিনী। কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল অশেষ বিশ্বাস স্পষ্ট বললেন, 'হামলাকারীদের কাউকে ছাড়া হবে না। কড়া পদক্ষেপ হবেই।'

তিলজলায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার বিরুদ্ধে জমায়েত ছিল বেআইনি। অনুমতি ছাড়াই রাস্তা আটকানোর চেষ্টা। পুলিশ সরাতে গেলেই শুরু হয় ইটবৃষ্টি। তিনটি পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, আহত তিন কর্মী। বাসেও হামলা। অশেষ বিশ্বাসের দাবি, আগাম গোয়েন্দা খবর ছিল। স্থানীয়দের সঙ্গে বাইরের লোকও মিশেছিল ভিড়ে। তাই আগে থেকেই তৈরি ছিল বাহিনী। সে জন্যই বড় অঘটন এড়ানো গিয়েছে।

লাঠি চালানোর অভিযোগ উড়িয়ে তাঁর সাফ কথা, 'পুলিশের গায়ে হাত পড়লে লাঠি চলবেই। সেখানে নারী-পুরুষ দেখা হবে না।' ইতিমধ্যে কয়েকজন ধরা পড়েছে। নেপথ্যে কারা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সবাইকে গ্রেপ্তার করা হবে, আশ্বাস অতিরিক্ত নগরপালের। পালাবদলের পর পুলিশের এই কঠোর অবস্থান বুঝিয়ে দিল, রাস্তায় নৈরাজ্য বরদাস্ত নয়। নতুন সরকারের আমলে বাহিনীর বার্তা পরিষ্কার, আইন ভাঙলে জবাব মিলবে হাতেনাতে।

পশুবলি নির্দেশে 'বিভ্রান্তি', মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি অধীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকার বদলের পরেই ধর্মীয় রীতিনীতি নিয়ে টানাপোড়েন। পশুবলি সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি ঘিরে মুর্শিদাবাদে ছড়াচ্ছে বিভ্রান্তি আর চাপা ক্ষোভ।

১৩ মের ওই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকেই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় উদ্বেগ। স্থানীয়দের আশঙ্কা, ঐতিহ্য পালনে বাধা আসতে পারে। পরিস্থিতি সামলাতে এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিলেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। রবিবারের চিঠিতে বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ মনে করিয়ে দিয়েছেন, বাংলার বহুত্ববাদী চরিত্রে মুর্শিদাবাদের আলাদা গুরুত্ব আছে। জেলার সিংহভাগ বাসিন্দা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তাই নির্দেশিকা নিয়ে তাঁদের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

সমাধানের রাস্তাও বাতলেছেন অধীর। তাঁর প্রস্তাব, জেলা প্রশাসন যেন নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে দেয়। সেই সীমানার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় যাতে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় প্রথা পালন করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এতে আইনও মানা হবে, সম্প্রীতিও বাঁচবে। নতুন সরকারের প্রথম পরীক্ষা শুরু। আইনশৃঙ্খলা আর সামাজিক স্থিতি বজায় রাখতে নবান্ন কী পদক্ষেপ করে, সেদিকে তাকিয়ে রাজ্য। অধীরের চিঠি সেই চাপ আরও বাড়াল।

পশ্চিমবঙ্গে 'পিএম শ্রী' স্কুল চালুর ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু হতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ শিক্ষাপ্রকল্প 'পিএম শ্রী'। সম্প্রতি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে রাজ্য সরকারের এই সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর ফলে গত তিন বছর ধরে আটকে থাকা 'সমগ্র শিক্ষা মিশনে'র প্রায় ৫, ১৪৫ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় অনুদান রাজ্যে আসার পথ পরিষ্কার হল।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ মেনে এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো রাজ্যের বর্তমান সরকারি এবং সরকারপোষিত স্কুলগুলির পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সেগুলিকে অত্যাধুনিক 'মডেল স্কুল' হিসেবে গড়ে তোলা। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার খরচ বণ্টন হবে ৬০৪০ অনুপাতে, যেখানে ৬০ শতাংশ অর্থ দেবে কেন্দ্র এবং বাকি ৪০ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার। প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে অন্তত একটি করে স্কুলকে এই প্রকল্পের আওতায় এনে আপগ্রেড করা হবে।

'পিএম শ্রী' স্কুলের অধীনে বাংলার পড়ুয়ারা সম্পূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ পাবে। প্রতিটি স্কুলে থাকবে আইসিটি ল্যাব, স্মার্ট ক্লাসরুম, ডিজিটাল বোর্ড, আধুনিক লাইব্রেরি এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরি। এছাড়া পরিবেশবান্ধব 'গ্রিন স্কুল' ধারণার ওপর ভিত্তি করে স্কুলগুলিতে সোলার প্যানেল ও জল সাশ্রয়কারী ব্যবস্থা রাখা হবে। শুধু প্রথাগত পড়াশোনাই নয়, শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের উপযোগী করতে বিশেষ দক্ষতাভিত্তিক ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষার মান বাড়াতে এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গড়তে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

চন্দ্রনাথের শেষকৃত্যে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: শপথের তিন দিন আগেই রক্ত। এবার চণ্ডীপুরে নিহত আগুসহায়কের পারলৌকিক কাজে হাজির হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার চন্দ্রনাথ রথের বাড়িতে পৌঁছে মা, ভাই, ভাতৃবধূর পাশে বসলেন তিনি। ছবিতে মালা দিলেন, জ্বালালেন মোমবাতি। শোকস্তব্ধ ঘরে বললেন, 'এই লড়াই পরিবারের একার নয়। আমি আর দল শেষ পর্যন্ত থাকব।'

গত ৬ মে রাতে মধ্যমগ্রামে গাড়ি আটকে চন্দ্রনাথের দিকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কে গুলি চালায় ভাড়াটে বন্দুকবাজেরা। ৫০ সেকেন্ডে সব শেষ। ফল ঘোষণার দু'দিন পরেই এই হত্যা রাজনৈতিক মহলে ঝড় তুলেছিল। তদন্তে নেমে রাজ্য পুলিশের বিশেষ দল বালিয়া থেকে রাজ সিংহকে, বক্সার থেকে ময়ঙ্ক রাজ মিশ্র ও ভিকি মৌর্যকে ধরেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুরনো অপরাধের নথি আছে। তদন্তকারীদের দাবি, পরিকল্পিতভাবেই 'সুপারি' দিয়ে খুন।

পালাবদলের মুখে শাসক শিবিরের ঘনিষ্ঠকে খুন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার বড় পরীক্ষা। মুখ্যমন্ত্রীর চণ্ডীপুর যাত্রা শুধু সান্ত্বনা নয়, বার্তাও, অপরাধীরা পার পাবে না। বাড়ির উঠোনে তখনও জমাট বাঁধা কান্না, আর বিচারের অপেক্ষা।

শেষ মুহূর্তের নাটকে শেষ ম্যাচেই ফয়সালা খেতাবের

মোহনবাগান- ১ (কামিংস)
ইস্টবেঙ্গল- ১ (লালরিনডিকা)

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবারের যুবভারতীতে ছিল আইএসএলের অঘোষিত ফাইনাল। শুরু থেকেই দু'দলের খেলায় বড় ম্যাচের আমেজ স্পষ্ট। তবে ভরা যুবভারতীর গ্যালারিতে অসংখ্য সুযোগ নষ্ট করল দুই দল। ডার্বির মতো বড় ম্যাচের চাপ নিয়ে ফাইনাল থার্ডে এসে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারছিলেন না বিপিন-সাহালরা। এদিনের বড় ম্যাচ দেখতে তারকার মেলা যুবভারতীর ভিআইপি বক্সে। এসেছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সেই ডার্বি ১-১ গোলে শেষ হল। ৮৪ মিনিটে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে ৮৯ মিনিটে বাগানকে সমতায় ফেরান অসি তারকা স্ট্রাইকার জেসন কামিংস। ফলে এবারের আইএসএল খেতাব কার ঘরে ঢুকছে, তা জানার জন্য বুধবারের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা।

এদিন ম্যাচের চার মিনিটের মধ্যেই আক্রমণে যায় মোহনবাগান। অধিনায়ক শুভাশিস বসু আক্রমণে উঠে ক্রস বাড়িয়ে দেন সাহাল আবদুল সামাদকে। কেরালিয়ান মিডফিল্ডার ঠিকমতো শট নিলে এগিয়ে যেতে পারত মোহনবাগান। ৬ মিনিটে বিষ্ণু আক্রমণে ওঠার চেষ্টা করলে অভিষেক সিং টেকচাম দুর্দান্ত ট্যাকল করে আটকে দেন। ১০ মিনিটে আনোয়ার আলিকে কাটিয়ে ডান দিক থেকে এগিয়ে যান মনবীর সিং। বল বাড়িয়ে দেন সাহালের উদ্দেশ্যে। তবে শট নিতে ব্যর্থ তিনি। ১৪ মিনিটে খেলার বিপরীতে গিয়ে আক্রমণে ওঠেন ইস্টবেঙ্গলের অ্যান্টন সজবার্গ। অভিষেকের ব্যাকপাস থেকে বক্সের কোনা থেকে অ্যান্টনের শট বারপোস্টে ধাক্কা খায়। ২১ মিনিটে বিপিনের সুযোগ নষ্ট, শট ব্লক করে দেন মোহনবাগানের স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবার্তো রদ্রিগেজ। ২৪ মিনিটে আবারও সাহালের শট, এবার বাঁচিয়ে দিলেন গিল। পর মুহূর্তেই অ্যান্টনকে ধাক্কা দেওয়ায় রেফারি হলুদ কার্ড দেখালেন আলবার্তোকে। চারটে হলুদ কার্ড হওয়ায় স্পোর্টিং দিল্লির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে খেলতে পারবেন না তিনি। ৩৭ মিনিটে জায়গায় ছিলেন না বাগান গোলকিপার বিশাল কাইথ, ফাঁকা গোল পেয়েও সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ অ্যান্টন সজবার্গ। শেষমেশ বিশালের মুঠোয় চলে আসে বল। প্রথমার্ধ শেষ হয় ০-০ ব্যবধানে। অসংখ্য সুযোগ নষ্ট দুইপক্ষের।

দ্বিতীয়ার্ধেও একই সুযোগ নষ্টের খেলা অব্যাহত। ৫৭ মিনিটে জিকসন ফাউল করেন আপুইয়াকে। ফ্রি-কিকের নির্দেশ রেফারির। তবে লিস্টন কোলাসোর ফ্রি-কিক কাজে আসেনি। ৬৮ মিনিটে সাহালকে তুলে বাগান জনতার ভরসা দিমিত্রি পেত্রাতোসকে মাঠে নামালেন মোহন-কোচ। হয়তো তিনি শেষবারের মতো ডার্বি খেলতে নামলেন সবুজ-মেরুন জার্সিতে। এর পরই ৮৫ মিনিটে এডমুন্ড লালরিনডিকার গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। মিগুয়েলের দুর্দান্ত পাস থেকে এডমুন্ডের শট বাগান গোলকিপার বিশাল কাইথকে পার করে জালে জড়িয়ে যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গোল শোধ করে মোহনবাগান। পরিবর্ত হিসেবে নামা জেসন কামিংস দিমিত্রি পেত্রাতোসের কর্নার থেকে গোল করে বাগানকে সমতায় ফেরান।

ডার্বি ১-১ ড্র হওয়ায় কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় ইস্টবেঙ্গল। কারণ, পয়েন্টের বিচারে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সমান হলেও গোলপার্থক্যের বিচারে এগিয়ে রয়েছে অস্কার ব্রুঁজোর ইস্টবেঙ্গল। চিন্তায় থাকবেন মোহনবাগান কোচ সের্জিও লোবেরা। শেষ ম্যাচ দুই প্রধান জিতলেও গোলপার্থক্যের বিচারে এগিয়ে থাকবে ইস্টবেঙ্গল। সেক্ষেত্রে শেষ ম্যাচে স্পোর্টিং দিল্লিকে বড় ব্যবধানে হারাতে হবে লোবেরার দলকে। তবে এরই মধ্যে ইস্টবেঙ্গলের জন্য খারাপ খবর, ম্যাচ শেষে অসুস্থ ইস্টবেঙ্গলের বিপিন সিং। অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত ১৬/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১০২৩ নং এফিডেভিট আমি নাসিরউদ্দিন মন্ডল, পিতা সেখ আনিসুর মন্ডল, সাকিম খড়রী, সিনেট, দাদপুর, হুগলী, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার নানা (দাদু) ইয়াকুব আলি মন্ডল ওরফে ইয়াকুব আলি ওরফে এয়াকুব আলি পিতা নুর আলম মন্ডল (দলিল দৃষ্টান্তে) এবং ইয়াকুব আলী পিতা মহঃ হাসেম মন্ডল, এয়াকুব আলী পিতা নুরুল হক মল্লিক ও ইয়াকুব আলি মল্লিক পিতা নুর রহমান মল্লিক (পরচা দৃষ্টান্তে), দলিল দৃষ্টান্তে ও পরচা দৃষ্টান্তে সব নামই সর্বত্র একই ব্যক্তি হইতেছেন।

গত 13/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 15185 নং এফিডেভিট আমি Munshi Fazlul Bari S/o. Lt. Munshi Jalal Uddin, R/o. Morhal Musalmanpara, Rajbalhat, Jangipara, Hooghly-712408, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাসপোর্টে (being no. N5608732) আমার পিতার সঠিক নাম Munshi Jalal Uddin-এর পরিবর্তে Jalal Uddin Munshi এবং আমার উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষাগত নথিপত্র ও আমার পিতার মৃত্যুর শংসাপত্রে পিতার নাম Munshi Jalaluddin লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Munshi Jalal Uddin, Jalal Uddin Munshi ও Munshi Jalaluddin, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Priya Das, S/o. Dulal Das, R/o. 59, Khurigachi Natunpara Road, Angus, Bhadreswar, Hooghly, do hereby declare that after reassignment of sex surgery & other treatment under renowned doctors, I have changed my gender from female to male person and henceforth I shall be known as Priya Das, as Male gender in all purpose, That, I, Priya Das as Male person, S/o. Dulal Das and Priya Das as Female person, D/o. Dulal Das, both are the same & one identical person vide an affidavit no. 4207, dated 16.05.2026, sworn before Judicial Magistrate, Chandernagore, Hooghly, Court.

নাম ও জন্ম তারিখ পরিবর্তন

আমি, কালীসাধন মন্ডল, ব্যাঙ্ক হাবিলদার, নং. 15166384F, পিতা- নীরদ বরন মন্ডল, ঠিকানা- গ্রাম ও পোস্ট-কাপিষ্ঠা, থানা-মহঃ বাজার, জেলা- বীরভূম, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, ভুল করে আমার ডকুমেন্টে বাবার নাম Nirode Barah Mondal ও জন্ম তারিখ 16.07.1960 হয়ে গেছে। বাবার সঠিক নাম Nirod Baran Mandal ও জন্ম তারিখ 01.01.1957। গত 15.05.2026 তারিখে (এফিডেভিট নং. 30AC 082030) সিউড়ি কোর্টে নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে Nirode Barah Mondal ও জন্ম তারিখ 16.07.1960 ও Nirod Baran Mandal ও জন্ম তারিখ 01.01.1957 এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

নাম ও জন্ম তারিখ পরিবর্তন

আমি, কালীসাধন মন্ডল, ব্যাঙ্ক হাবিলদার, নং. 15166384F, পিতা- নীরদ বরন মন্ডল, ঠিকানা- গ্রাম ও পোস্ট-কাপিষ্ঠা, থানা-মহঃ বাজার, জেলা- বীরভূম, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, ভুল করে আমার ডকুমেন্টে মায়ের নাম Anima Mondal (জন্ম তারিখ 16.07.1964) হয়ে গেছে। সঠিক নাম Anima Mandal (জন্ম তারিখ 01.01.1964)। গত 15.05.2026 তারিখে (এফিডেভিট নং. 30AC 082028) সিউড়ি কোর্টে নোটারী পাবলিক এফিডেভিট বলে Anima Mondal (জন্ম তারিখ 16.07.1964) ও Anima Mandal (জন্ম তারিখ 01.01.1964) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

CHANGE OF NAME

We, **Akshay Sanganeria** S/O Bijay Kumar Sanganeria and Rishika Bagla Sanganeria W/O Akshay Sanganeria on behalf of our minor daughter YASHVI SANGANERIA residing at P- 912, Lake Town, Block-A, North 24 Parganas, Kolkata-700089 have changed her name and she shall henceforth be known as YASHVVI SANGANERIA as declared before the Judicial Magistrate, 1st Class, Sealdah vide affidavit no. 16210 dated 12.05.2026. YASHVI SANAGANERIA and YASHVVI SANGANERIA both are one same and identical person.

PUBLIC NOTICE

I, **Akash Baid,** residing at 103, GT Road, 3rd Floor, Salkia, Howrah – 711106, holder of Indian Passport No. N6620196, hereby declare that my father's name has been incorrectly mentioned in my passport as "BIMAL SINGH BAID".The correct name of my father is "VIMAL SINGH BAID". Henceforth, my father's correct name shall be read and treated as "VIMAL SINGH BAID" for all official and legal purposes, as declared before the First Class Judicial Magistrate, Sealdah, vide Affidavit No. 16946 dated 16th May, 2026. It is hereby affirmed that "Bimal Singh Baid" and "Vimal Singh Baid" refer to one and the same person. Date: 16.05.2026 Place: Howrah

Sd/- Akash Baid

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল আসমানি বিবি স্বামী মীর জাফর আলি, গ্রাম -সাহাপুর, থানা : ভরতপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৯২৫/২০০৯, নিবাস থেকে হারিয়ে ফেলেছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নলহাটি থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ৬৬০ তারিখ ১৪.০৫.২০২৬ দাখিল করেছেন।
কোনও উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমার জনৈক মক্কেল এইচ এন মুখার্জি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস প্রা লি প্রতিনিধিত্বকারী ডিরেক্টর অজয় চ্যাটার্জি সম্পূর্ণ মালিক সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১ই, পরিমাপ ১৩৫৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৭৬ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া ১১০০ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া ২য়তলে এবং দুই খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ২৩০ বর্গফুট ভবনের নাম **"অ্যাঞ্জেল অ্যাপার্টমেন্ট"**, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৯৯সি, গড়পার রোড, কলকাতা- ৭০০০০৯, থানা : নারকেলডাঙ্গা, ওয়ার্ড নং ২৮, কলক্তা পৌর সংস্থা অধীন, মূল প্রাক (বিক্রয় দলিল) রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভুল্যম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৩৩০৩ থেকে ৩৩২২, দলিল নং ০৬১৭৭-২০১১ সালের স্থানান্তরিত/হারিয়ে ফেলেছেন। সংশ্লিষ্ট দলিল স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে দক্ষিণ বিধাননগর থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৮০৩ তারিখ ১৫.০৫.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি বা কোনও পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং /বা স্বার্থ থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে পারেন, ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

মেসার্স সুপ্রিয় বসু অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
অ্যাডভোকেটস
'টেম্পল চেম্বারস', রুম নং ৪৮, একতলা, ৬,ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩ ৪৬০১ ৪৮৪৯/৪৬০১ ৪৮৫৪
ই-মেল : sbasuadv@gmail.com, partho.adhikary@sbalaw.in

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিজল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৫০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬২২৩৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৮৩৬৬৯৯১৮১

প্রিন্ট অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা-জাঙ্গিপাড়া, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাংকের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্নার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৪৯২৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৮৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০

সুজন উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অধিকারী, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩২২০৫৫৯১

অবসর,
ডি. বাল্য, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৩০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদিয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনস্ক অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৩, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, ডেবিনিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৮৬৯৬/ ৭০৭৪৪৩০৭৯৩

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০১/ ৯৯৩২৭৭০৭৪৬৭

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৮ ই মে, ৩রা জ্যৈষ্ঠ । সোম বার। দ্বীতিয়া তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। ।আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন। বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো

(আজ চিকিৎসক নীল রতন সরকারের প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বুলডোজার হাওড়া স্টেশনে, দখলমুক্ত হল যাত্রীদের পথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বছরের পর বছর ধরে হাওড়া স্টেশনের মুখ আটকে ছিল ডালা, ঠেলাগাড়ি আর গুমটির জট। শনিবার গভীর রাতে সেই জট ছাড়াল রেল পুলিশ। মাইকে কড়া ঘোষণা, নাটক নয়। যাঁরা ট্রেন ধরবেন, স্টেশনে যান। প্রশাসনকে কাজ করতে দিন। তারপরেই গর্জে উঠল বুলডোজার। মিনিট কয়েকেই মাটিতে মিশল একের পর এক বেআইনি ছাউনি। রবিবার সকালে চওড়া রাস্তা দেখে হাঁফ ছাড়লেন যাত্রীরা। বর্ধমানের অমিত মণ্ডলের কথায়, রোজ যুদ্ধ করে ঢুকতাম। এবার শ্বাস নিতে পারছি। উচ্ছেদ হওয়া দোকানিরা ক্ষুব্ধ। আগে বললে জিনিস সরাতাম, অভিযোগ এক গুমটি মালিকের। রেলের পাল্টা দাবি, বহুবার নোটিস দেওয়া হয়েছে। হাওড়া বিভাগের এক আধিকারিকের বক্তব্য, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য রেলের মূল লক্ষ্য। রেলের জায়গা ছাড়তে বলা সত্ত্বেও দখল না ওঠায় ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। দৈনিক ১০ লক্ষ যাত্রীর চাপ, জরুরি গাড়ি ঢোকার জায়গাই ছিল না। সরকার বদলের পর বেআইনি দখলের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি স্পষ্ট। হাওড়া দিয়ে শুরু হলেও এই অভিযান শহরের অন্য প্রান্তে যাবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। রেলের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই। তিনি বলেন, শনিবার রাতে রেলের আরপিএফ, জিআরপি ও হাওড়া সিটি পুলিশের যৌথ অভিযানে স্টেশন চত্বর অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছে। এখন ওই চত্বর পরিষ্কার ও যাত্রীদের হাঁটাচলার জন্য সুবিধা হয়েছে। রেলের এই প্রয়াসকে ধন্যবাদ। বুলডোজার ভাঙল ইট-কাঠ, ভাঙল বছরের পর বছরের অব্যবস্থাও। তবে উচ্ছেদ হওয়া ছোট ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের উত্তর এখনও মেলেনি। উন্নয়ন আর রুটিরুজির টানাপড়েনে হাওড়ার এই ছবি নতুন প্রশাসনের কাছে বড় পরীক্ষা।

'একেনবাবুর মাথায় চুল গজাতে পারে, তৃণমূল আর নয়', ফলতায় শমীকের কটাক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফলতা: ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ার ৪৮ ঘণ্টা আগে ফলতায় দাঁড়িয়ে তৃণমূলকে রাজনৈতিক অতীত ঘোষণা করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রবিবারের সভায় তাঁর দাবি, ছাব্বিশের নির্বাচনে ২০৭ আসন নিয়ে সরকার গড়ার পর বাংলায় বদলেছে হাওয়া। ডায়মন্ড হারবারে দাঁতে দাঁত চেপে লড়েছে আমাদের ছেলেরা। মানুষ তৃণমূলকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে; জনতার করতালির মধ্যে শমীকের ঘোষণা। এরপরই চেনা রসিকতা, একেনবাবুর টাকে চুল গজালেও গজাতে পারে, কিন্তু তৃণমূল আর ফিরবে না। নিশানায় বিদায়ী সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ৪ তারিখ রাত বারোটার পর ডিজে বাজানোর কথা ছিল। এখন কোথায় তিনি? তৃণমূল নেতাদের ঘরে ঘরে বিষাদের হারমোনিয়াম বাজছে। আরামবাগের ঘটনার পর অভিষেকের 'দিল্লির বাবা' হুঁশিয়ারি টেনে শমীক বললেন, মাননীয় বীরবাবু, লুকিয়ে না থেকে সামনে আসুন। অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে যান।

শনিবার ফলতায় প্রচার করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শমীকের এই আক্রমণ বুঝিয়ে দিল, ২১ মে-র পুনর্নির্বাচনকে বিজেপি নিচ্ছে মর্যাদার লড়াই হিসেবে। তৃণমূলের প্রাক্তন দুর্গ দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গেরুয়া থাবার পর শমীকের বার্তা স্পষ্ট, নতুন জমানায় মানুষ প্রাণভরে শ্বাস নেবে, আর বিরোধীদের মন্ত্রী-সান্ত্রীরা মুখ লুকোবেন।

খড়দার পাতুলিয়ায় জুয়া ও সাট্টার ঠেকে হানা দিয়ে ভাঙচুর চালাল বিজেপি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দার পাতুলিয়া বাজার-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রমরমিয়ে চলছিল অবৈধ জুয়া, সাট্টা ও লোটোর ঠেক। ঘাসফুল জমানায় জনবহুল এলাকায় থাকা অবৈধ ঠেকগুলো উচ্ছেদের ব্যাপারে বারংবার সরব হয়েছিলেন স্থানীয় মানুষজন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মদতে পাতুলিয়া বাজার এলাকায় চলত মদ, জুয়া, সাট্টা ও লোটোর ঠেক। রাজ্যে পালাবদল হতেই অবৈধ ঠেক উচ্ছেদে সরব হন বাসিন্দারা। রবিবার সকালে স্থানীয় মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপির খড়দা-৩ মণ্ডলের পক্ষ থেকে সমস্ত বেআইনি ঠেকে অভিযান চালিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ঠেক ভাঙচুরের পাশাপাশি পাতুলিয়া সরকারি আবাসনে বেআইনিভাবে দখলদারি নিয়েও তাঁরা সরব হন। অবৈধ ঠেক উচ্ছেদ ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে রহড়া থানার পুলিশ পৌঁছে তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দেয়। বিজেপির খড়দা-৩ মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক আবীর দাসের অভিযোগ, পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের সদস্য তথা তৃণমূল নেতা আশিস চক্রবর্তীর মদতেই জুয়া, সাট্টা, লোটোর একাধিক ঠেক গজিয়ে উঠেছিল। বিরোধী দলে থাকাকালীন তাঁরা ঠেকগুলো উচ্ছেদের দাবি করেছিলেন। কিন্তু অবৈধ ঠেকগুলো ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়নি। এদিন এলাকায় সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সমস্ত ঠেক ভেঙে দিয়েছেন।

তৃণমূলের কার্যালয়ে আধার কার্ডের স্তূপ, বিধাননগরে শোরগোল: ভোট-পরবর্তী আবহে ফের বিস্ফোরক অভিযোগ। বিধাননগরের বাসন্তী দেবী কলোনির ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে মিলল থরে থরে সাজানো আধার কার্ড। সংখ্যায় পঞ্চাশের বেশি। স্থানীয়দের দাবি, নথিগুলি সাধারণ মানুষের। সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে কিংবা ভয় দেখিয়ে কেড়ে রাখা হয়েছিল। চার তারিখে বন্ধ হওয়া দলীয় কার্যালয় খুলতেই বেরিয়ে এল পরিচয়পত্রের গোছা। আমার জমি কেড়েছে, আধারও ফেরত দেয়নি, ক্ষোভ উগরে দিলেন বিশ্বজিৎ দাস।

দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ ! শিল্পহীন বাংলাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে নীতি আয়োগের 'চার স্তম্ভ' পরিকল্পনা

রাজীব মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পরে দেশের শিল্পশক্তির অন্যতম কেন্দ্র ছিল পশ্চিমবঙ্গ। আজ সেই রাজ্য উৎপাদন ও বিনিয়োগে পিছিয়ে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান বলছে, গত এক দশকে শিল্পোৎপাদনে দেশের প্রথম সারির রাজ্যগুলির সঙ্গে ব্যবধান আরও বেড়েছে। সেই পরিস্থিতিতে নীতি আয়োগের নেতৃত্বে বাংলার জন্য তৈরি হচ্ছে পুনরায় শিল্পায়নের দীর্ঘমেয়াদি নকশা। লক্ষ্য; বন্দর, উৎপাদন, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানকে এক সুতোয় বেঁধে পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে কলকাতাকে পুনর্গঠন।

নীতি আয়োগ এবং কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬০-এর দশকে দেশের মোট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ছিল প্রায় ১০ শতাংশের কাছাকাছি। বর্তমানে তা নেমে এসেছে প্রায় ৫.৬ শতাংশে। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বিচারে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গুজরাত, কর্নাটক ও উত্তরপ্রদেশের পিছনে এখন ষষ্ঠ স্থানে পশ্চিমবঙ্গ।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের মোট রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিএসডিপি) প্রায় ১৮.৮ লক্ষ কোটি টাকা বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর। কিন্তু মাথাপিছু আয় জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেকটাই কম; দেশে যেখানে মাথাপিছু গড় আয় প্রায় ২.১৫ লক্ষ টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তা প্রায় ১.৬১ লক্ষ টাকা। শিল্পে কর্মসংস্থানের হারও জাতীয় গড়ের নীচে। নীতি আয়োগের প্রাথমিক খসড়ায় চারটি ক্ষেত্রকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, বন্দর ও সরবরাহ ব্যবস্থা। কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর মিলিয়ে বছরে প্রায় ৮০ মিলিয়ন টনের বেশি পণ্য পরিবহণ হয়। বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটানের বাণিজ্যপথ হিসাবে এই ভৌগোলিক অবস্থানকে 'অর্থনৈতিক সম্পদ' হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে কেন্দ্র।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন শিল্প। কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রায় ৯০ হাজার ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প সংস্থা সক্রিয়। কিন্তু বৃহৎ উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগের হার এখনও কম। তাই প্রকৌশল, রাসায়নিক, বস্ত্র ও বৈদ্যুতিন উৎপাদনে নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। তৃতীয় জোর জ্বালানি ও খনিজভিত্তিক শিল্পে। পূর্ব ভারতের কয়লা ও ইস্পাত বলয়ের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগকে কাজে লাগিয়ে ধাতু ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনের কেন্দ্র গড়ে তোলার ভাবনা রয়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক কর্মসংস্থান। ২০২১ সালের জনগণনা-পরবর্তী শ্রম সমীক্ষা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ শ্রমিক ভিন্ রাজ্যে কাজে যান। দক্ষতা উন্নয়ন ও স্থানীয় উৎপাদন বাড়িয়ে এই পরিযান কমানোই এখন কেন্দ্রের অন্যতম লক্ষ্য। তবে অর্থনীতিবিদদের সতর্কবার্তা স্পষ্ট; জমি, প্রশাসনিক অনুমোদন ও দুর্বল নগর পরিকাঠামোর সমস্যার সমাধান না হলে শিল্প ফেরানোর প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক স্লোগান হয়েই থেকে যেতে পারে। বাংলার সামনে তাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন; পরিকল্পনা কি বাস্তবে নামবে, নাকি আবারও কাগজেই আটকে থাকবে শিল্পের নতুন স্বপ্ন?

পুলিশকে ফিট হতে হবে, বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশকে শরীরচর্চায় জোর। বাহিনীকে হতে হবে চটপটে, দক্ষ। আর ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে কুড়ি হাজার নতুন নিয়োগ। ডায়মন্ড হারবারের প্রশাসনিক বৈঠকে বাহিনীর খোলনলচে বদলের রূপরেখা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর নির্দেশ, দেশ-বিদেশের ধাঁচে গড়তে হবে বিশেষ প্রশিক্ষিত দল। আধুনিকীকরণে বাড়াতে হবে গতি। একই সঙ্গে হুঁশিয়ারি, মানুষের গাড়ি ধরার আগে নিজেদের গাড়ির কাগজ ঠিক রাখুন। লাইসেন্স, নিবন্ধন, দূষণ ছাড়পত্র হালনাগাদ না থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, অভিযোগ পেলেই অভিযোগকারী আর অভিযুক্তকে এক পাল্লায় মাপা চলবে না। ভারসাম্য রাখতে গিয়ে ভুক্তভোগীকে কোণঠাসা করা যায় না। সরকার বদলের পর আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বারবার। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পুলিশকে পেশাদার ও স্বচ্ছ করার এই ঘোষণা রাজনৈতিক বার্তাও দেয়। বিশাল নিয়োগ আর ফিটনেসের তাগাদা মিলিয়ে নতুন সরকার বোঝাতে চাইছে, সুরক্ষাই এখন অগ্রাধিকার।

জগদ্দলে অভিনন্দন যাত্রায় অর্জুন, রাজেশ কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল ধরাশায়ী। এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজেশ কুমার। জয়ের কারণে সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন জানাতে রবিবার বিকেলে জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বাসুদেবপুর মোড় থেকে শুরু হয় অভিনন্দন যাত্রা। ফিডার রোড ধরে সেই অভিনন্দন যাত্রা বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে শ্যামনগর স্টেশন সন্নিহিত ২৩ নম্বর রেলগেটের কাছে শেষ হয়। উক্ত অভিনন্দন যাত্রায় সামিল ছিলেন জগদ্দলের নবনির্বাচিত বিধায়ক রাজেশ কুমার, নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি তাপস ঘোষ। অভিনন্দন যাত্রায় যোগ দিয়ে জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার বলেন, মানুষের আশীর্বাদে আজ তিনি বিধায়ক হয়েছেন। তাই মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে অভিনন্দন যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি জানান, জগদ্দলে গুন্ডারাজ শেষ হবে। বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান হবে। জগদ্দলে কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে তোলা হবে। অপরদিকে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, কুশাসন বিদায় নিয়ে বাংলায় এবার সুশাসন ফিরবে।

নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর দু'ঘণ্টার বৈঠক, উপনির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু: শপথের পরেই ঘাঁটিতে শুভেন্দু। শনিবার ফলতার কর্মসূচি শেষে রাত পৌনে ন'টায় সোজা নন্দীগ্রাম। রুদ্ধদ্বার বৈঠক চলল সাড়ে দশটা পর্যন্ত। সঙ্গে দলীয় বিধায়ক, কর্মী ও প্রশাসনের কর্তারা। ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম, দুই আসনেই জয়ী হয়েছিলেন তিনি। নিয়ম মেনে ছেড়েছেন নন্দীগ্রাম। তাই এখানে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। তবে বৈঠকে প্রার্থী নিয়ে একটি শব্দও হয়নি, জানালেন স্থানীয় নেতারা। তাহলে কী নিয়ে কথা? এক বিধায়কের কথায়, উন্নয়নই মূল বিষয়।

সীমান্ত থেকে বাণিজ্য, সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের দায়িত্ব এবার সরাসরি কেন্দ্রের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পরিকাঠামো ও সীমান্ত সুরক্ষায় জোর দিয়ে জট কাটল এক বছরের। পূর্ত দপ্তরের অধীনে থাকা সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের দায়িত্ব এবার সরাসরি কেন্দ্রের হাতে। শনিবার মুখ্যসচিবের বিজ্ঞপ্তিতে সিলমোহর পড়ল নতুন সরকারের সিদ্ধান্তে। ক্ষমতায় এসেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, জাতীয় সুরক্ষা নিয়ে দর কষাকষি হবে না। প্রথম মন্ত্রিসভাতেই সীমান্তে কাঁটাতারের জন্য জমি দিতে বিএসএফকে ৪৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। এবার সেই ধারাবাহিকতায় আটকে থাকা সাত সড়ক ছেড়ে দিল রাজ্য। তিনটি সড়ক পাচ্ছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে আছে ৩২৯ কিলোমিটারের ৩১২ নম্বর সড়ক, যা জঙ্গিপুর থেকে বসিরহাট হয়ে ঘোজাডাঙা পর্যন্ত গেছে। সঙ্গে ৩১ নম্বর সড়কের গাজোল অংশ এবং ৩৩ নম্বরের ফরাক্কা পর্যন্ত পথ।

বাকি চারটি রাস্তার ভার নিচ্ছে জাতীয় সড়ক উন্নয়ন সংস্থা। পাহাড় ও সীমান্ত জুড়ে আছে এই তালিকা। ১০ নম্বর সড়কের সেবক থেকে সিকিম সীমানা, ৩১৭-এ নম্বরের হাসিমারা থেকে ভুটান সীমান্ত, ৭১৭ নম্বরের ময়নাগুড়ি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত এবং ঐতিহাসিক ১১০ নম্বর সড়কের শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত পুরো অংশ। কেন্দ্রের অনুরোধ এক বছর ধরে ফাইলবন্দি ছিল। এবার ছাড়পত্র মেলায় সিকিম, ভুটান, বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ, মালদা-মুর্শিদাবাদ করিডর আর উত্তরবঙ্গের পর্যটন-বাণিজ্যে গতি আসবে। পরিকাঠামো আর সীমান্ত সুরক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে নতুন সরকারের বার্তা স্পষ্ট, উন্নয়নের রাস্তায় দিল্লি-কলকাতা দূরত্ব কমছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৮ মে ২০২৬, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, সোমবার

‘হাইকোর্ট চলো’

■ আদালতের ভিতরের মানুষেরাই এবার বিচার চাইতে পথে। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, শূন্যপদে নিয়োগ না হওয়া আর ভাঙা পরিকাঠামোর যন্ত্রণা নিয়ে আজ সোমবার ‘হাইকোর্ট চলো’ ডাক দিল রাজ্য জেলা আদালত কর্মচারী সমিতি। সমিতির যুগ্ম সম্পাদক মিঠুন হালদার জানালেন, সকাল সাড়ে এগারোটায় ব্যাংকশাল কোর্ট থেকে মিছিল শুরু হবে। পুরনো সেন্ট্রাল কোর্টের নতুন ভবন ছুঁয়ে হাইকোর্ট, সেখান থেকে সোজা ধর্মতলার শহিদ মিনার। দুপুর বারোটায় শহিদ মিনারে হবে মূল জমায়েত। অভিযোগ, বছরের পর বছর শূন্যপদ পূরণ হয়নি। কর্মী সংকটে মুখ থুবড়ে পড়ছে দৈনন্দিন কাজ। এদিকে বেতন কাঠামোয় বঞ্চনা, পদোন্নতিতে বৈষম্য, বদলির ক্ষেত্রে নিয়ম না মানা; ক্ষোভ জমেছে পাহাড়প্রমাণ। আদালত ভবনগুলোর দশাও বেহাল। কম্পিউটার খারাপ, নথি রাখার জায়গা নেই, প্রশাসনের নজরও নেই। সমিতির দাবি, বিচারব্যবস্থার মেরুদণ্ড যাঁরা, তাঁদের অবহেলা মানে গোটা ব্যবস্থাকেই পঙ্গু করা। নতুন সরকারের আমলে আশা জেগেছিল। কিন্তু কর্মীদের অবস্থা বদলায়নি। তাই এবার কলকাতার রাজপথে দাঁড়িয়ে নিজেদের কথা তুলবেন তাঁরা।

দেশি পিস্তল উদ্ধার, গ্রেপ্তার

■ শনিবার দুপুরে বাঁশদ্রোণীর নিরঞ্জনপল্লির অলিগলি কেঁপে উঠল পুলিশের হানায়। সন্দেহজনক চলাফেরা দেখে থানার নজরদারি দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধরা পড়ল সত্যব্রত বসু রায়, বয়স আঠাশ। তল্লাশিতে মিলল দু’টি দেশি সেমি-অটোমেটিক বন্দুক আর চারটি তাজা গুলি। অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গোয়েন্দা প্রধান বলেন, তদন্ত চলছে। পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ, ধৃত কোনও অসামাজিক চক্রের সঙ্গে জড়িত। বন্দুক কোথা থেকে এল, কী কাজে ব্যবহার হত, কার যোগ; খুঁজছে তদন্তকারীরা। অস্ত্র আইনের ২৫(১বি)(এ) ও ২৯ ধারায় মামলা হয়েছে। আদালতে তুলে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করবে পুলিশ। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক। বাসিন্দাদের প্রশ্ন, ঘরের পাশেই যদি আগ্নেয়াস্ত্র মজুত থাকে, তবে নিরাপত্তা কোথায়? শনিবারই বাঘাযতীনে দিনের আলোয় ধারালো অস্ত্রের হামলায় জখম হয়েছেন এক ব্যবসায়ী। পরপর দুই ঘটনা দক্ষিণ কলকাতার আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে নতুন করে ভাবাচ্ছে। ভোট-পরবর্তী উত্তাপের মাঝে শহরের গলিতে দেশি অস্ত্রের আনাগোনা শুধু অপরাধ নয়, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও অশনি সংকেত। পুলিশের তৎপরতা বাড়লেও গোড়া কাটতে না পারলে আতঙ্ক কাটবে না।

কাটারির কোপে জখম

■ শহরের বুকেই ফের হিংসার ঝলক। শনিবার ব্যস্ত বাঘাযতীনে কানুনগো এলাকার রাস্তায় ধারালো অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুদীপ দাস। লক্ষ্য অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়। বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ড্রাম পৌঁছে দিচ্ছিলেন অনির্বাণ। আচমকা হামলায় আত্মরক্ষার চেষ্টা, তাতেই হাত ফালাফালা। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে বাঘাযতীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানালেন, আপাতত পর্যবেক্ষণে আছেন। ঘটনার পরেই এলাকায় আতঙ্ক। তচোখের সামনে কাটারি চালাল, কেউ রুখতে পারল না,দ বলছেন এক দোকানি। পুলিশের দাবি, তদন্ত শুরু হয়েছে। ব্যক্তিগত শত্রুতা না ব্যবসার রেষারেষি, খুঁজছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্ত পলাতক। স্থানীয়দের ক্ষোভ, গড়িয়া-বাঘাযতীনে দুষ্কৃতীদের দাপট বাড়ছে। সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, দখলদারির অভিযোগ পুরনো। ভোটের আগে বিউটি পার্লারে খুন, ভোটের পরে প্রকাশ্যে কোপ;নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দারা। রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার গলিতে পুরনো ছবিই ফিরছে। দিনের আলোয় অস্ত্র হাতে দুষ্কৃতী, ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা শহর। আইন-শৃঙ্খলা ফেরানোই এখন নতুন প্রশাসনের প্রথম পরীক্ষা।

নো-পার্কিংয়ে গাড়ি রাখলেই ৫০০ টাকা জরিমানা, কড়া বার্তা পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যানজটে নাজেহাল শহরকে শৃঙ্খলায় বাঁধতে এবার কড়া দাওয়াই। কলকাতার রাস্তায় নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে গাড়ি রাখলেই গুনতে হবে ৫০০ টাকা। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল স্পষ্ট জানালেন, শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কোনও ঢিলেমি বরদাস্ত নয়। নো-পার্কিং এলাকায় দাঁড়ানো গাড়ি দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। জরিমানার পাশাপাশি প্রয়োজনে তোলা হবে গাড়িও। রাস্তা দখল করে রাখলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ে। নিয়ম সবার জন্য সমান, বললেন মন্ত্রী। বাজারে, অফিসপাড়ায় যত্রতত্র গাড়ি রাখার অভ্যাসে রাশ টানতেই এই পদক্ষেপ। নতুন সরকারের আমলে পুরসভা আর পরিবহণ দপ্তর একসঙ্গে নেমেছে রাস্তা সচল রাখতে। হকার উচ্ছেদ, দখলমুক্ত অভিযানের পর এবার ব্যক্তিগত

গাড়ির উপর নজর। কলকাতার বুকে গাড়ি রাখার নিয়ম ভাঙলে পকেট কাটা যাবেই। বার্তা পরিষ্কার, শহর চলবে নিয়মে, ইচ্ছেমতো নয়।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী হওয়ার পরেই অগ্নিমিত্রা পল একাধিক বিষয়ে কড়া নজরদারির কথা জানিয়েছেন। বেআইনি নির্মাণ রুখতে কড়া পদক্ষেপ হবে বলে আগেই জানানো হয়েছে। এবার মহানগরের বেআইনি পার্কিং বন্ধেও কড়া বার্তা দিলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, নোটিস দিচ্ছি। রাস্তার দু’ধারে অবৈধভাবে পার্কিং বন্ধ হবে। যেদিকে পার্কিংয়ের নিয়ম নেই, সেখানে কোনও গাড়ি রাখা হবে না। কলকাতা শহরে ২৭টি ট্রাফিক গার্ডে বেআইনি পার্কিং ইস্যুতে বিশেষ অভিযান চালানো হয় কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। কলকাতা পুরসভা অনুমোদিত জোনের বাইরে কোনও পার্কিং হবে না। পরিষ্কার সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে। অগ্নিমিত্রা আরও বলেন, বিভিন্ন জায়গায় ভুয়ো পার্কিং স্লিপ দিয়ে টাকা তোলা হয়। ওই টাকা রাজস্ব দপ্তরের আসে না। স্লিপ দিয়ে টাকা তোলা যাবে না। পার্কিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা কর্মীদের নির্দিষ্ট পোশাক পরতে হবে। পার্কিং ফি বোর্ডে টাকার অঙ্ক উল্লেখ করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঝাঁকুনিতে নড়েচড়ে বসল স্বাস্থ্যভবন, মাঝরাতে হাসপাতালে স্বাস্থ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সরকার বদলাতেই বদলে গেল চেনা ছবি। শনিবার গভীর রাতে হঠাৎ নীলরতন সরকার, মেডিক্যাল কলেজ আর আরজি করে হাজির স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। সঙ্গে নেই পূর্ব ঘোষণা, নেই লালফিতের ফাঁস। রাত প্রায় ১২টার নাগাদ ব্লু রঙের টি-শার্ট পরে তিনি যান আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে। ছিলেন অধ্যক্ষ মানসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপার সপ্তর্ষী চট্টোপাধ্যায়, সহকারী সুপার দৈপায়ন বিশ্বাস। ট্রমাকেয়ার থেকে একাধিক ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। যান জেনারেল মেডিসিন, সার্জারি বিভাগেও। কথা বলেন রোগীদের সঙ্গে। কারও কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না, সেই খোঁজ নেন। শেষে বৈঠক করেন হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও সুপারের সঙ্গে। স্বাস্থ্যসচিবের নির্দেশ কোথাও যেন ময়লা পড়ে না থাকে। প্রতিটি ওয়ার্ডের বাথরুম পরিষ্কার করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করতে হবে। এসএসকেএম-এ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠকের পরেই তৎপরতা। ওই বৈঠকে ছিলেন দুই চিকিৎসক বিধায়ক ইন্দ্রনীল খাঁ ও শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ও। মুখ্যমন্ত্রীর

কড়া বার্তা, দালালরাজ, রেফার-রাজ আর অ্যাম্বুল্যান্সের দাদাগিরি বন্ধ করতেই হবে। শনিবার রাতে হাসপাতালের অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষদের সঙ্গে কথা বললেন স্বাস্থ্যসচিব। কত শয্যা খালি, রোগী পরিষেবা কোথায় আটকাচ্ছে, খুঁটিয়ে দেখলেন। শুক্রবারই সব মেডিক্যাল কলেজের কর্তাদের নিয়ে বসেছিলেন তিনি। নতুন পরিকল্পনায় আসছে অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য অ্যাপ। তিন ধরনের যানবাহন, দূরত্ব মেপে ভাড়া। সব অ্যাম্বুল্যান্সের নম্বর থাকবে নথিভুক্ত। কোন হাসপাতালে কত শয্যা ফাঁকা, তার সরাসরি নজরদারি করবে নবান্ন। সরকারি-কেন্দ্র-বেসরকারি, যেখানেই জায়গা মিলুক, রোগী ফেরানো যাবে না। ৩১ মে-র মধ্যে সব কর্মীর পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক। মাঝরাতের এই পরিদর্শন শুধু চমক নয়। পুরনো জমানার অনিয়মে দাঁড়ি টেনে স্বাস্থ্যকে জনমুখী করার স্পষ্ট বার্তা দিল নতুন সরকার। ‘স্বাস্থ্য বন্ধু’ নামে ভ্রাম্যমাণ অ্যাম্বুল্যান্স প্রকল্পেও বদল আসছে। ক্ষমতার পালাবদলের প্রথম ধাক্কাতেই নড়ে উঠল হাসপাতালের দেওয়াল।

শহরকে দূষণ মুক্ত করতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শহরকে দূষণ মুক্ত করার ডাক দিলেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। রবিবার বেলায় বীজপুর কেন্দ্রের হালিশহরে রক্তদান শিবিরে হাজির হয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, ভোট হয়ে গেছে এবার দেওয়াল লিখন মুছে ফেলতে হবে। যত্রতত্র ব্যানার, পোস্টার ঝুলছে। সেগুলো খুলে ফেলতে হবে। তাহলেই শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং শহর দূষণ মুক্ত হবে। প্রসঙ্গত, রক্তের সংকট মোচনে হালিশহর নবনগরে সংঘশ্রী ক্লাবের উদ্যোগে একমাস ব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এপ্রসঙ্গে নোয়াপাড়ার বিধায়ক বলেন, রক্তের সংকট দূরীকরণে একমাস ব্যাপী রক্তদান শিবির খুব ভালো উদ্যোগ। তবে এই উদ্যোগ সফল করতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি স্থানীয় ক্লাব-প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে যুক্ত করতে হবে। শহর দূষণ মুক্ত নিয়ে বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, তাঁর কেন্দ্রের দুটি পুরসভাকে তিনি বলবেন যাতে সমস্ত ব্যানার ও

পোস্টার খুলে ফেলা হয়। প্রসঙ্গত, এদিন রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সংঘশ্রী ক্লাবের কর্তা তথা যুব নেতা অরিন্দম দে বলেন, গরম বাড়তেই হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকগুলোতে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। বীজপুরের বিধায়ক সেদিকে নজর রেখেই দলীয় কর্মীদের রক্তদান শিবির করার বার্তা দিয়েছেন। বিধায়কের কথা মেনেই তাঁরা একমাস ব্যাপী রক্তদান শিবির করার উদ্যোগ নিয়েছেন। শহর দূষণ মুক্ত নিয়ে যুব নেতা অরিন্দম বলেন, ভোটের পর তাঁরা অধিকাংশ ব্যানার, ফ্লেক্স খুলে ফেলেছেন। রাস্তার ধারে যেগুলো ঝুলছে, সেগুলো তাঁরা খুলে ফেলবেন। তবে শহর পরিষ্কার রাখতে বিরোধী দলগুলোর উচিত তাঁদের প্রার্থীর সমর্থনে লাগানো ব্যানার ও পোস্টার খুলে ফেলা। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সংঘশ্রী ক্লাবের কর্তা অরিন্দম দে-সহ দলের বীজপুর-১, ২ ও ৪ মণ্ডলের সভাপতি যথাক্রমে তুষার দাস, সজল কর্মকার ও অমিত চৌবে, রিয়া রায়, সানি সিং প্রমুখ।

বিতর্কিত সচিব নিগমের হাতে এবার দুই দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্নীতির দাগ গায়ে, তবু পদোন্নতি। আরজি কর কাণ্ডে নাম জড়ানো স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে এবার পিএইচই দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিল নতুন প্রশাসন। তীব্র ক্ষোভ জানাল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষের তোপ, কাটমানি সিন্ডিকেটের মূল চালিকাশক্তি আমলারা। এরাই বছরের পর বছর জাল বুনে রাজ্যটাকে শেষ করেছে। তাঁর অভিযোগ, জাল ওষুধ থেকে ভেজাল স্যালাইন, স্বাস্থ্য দপ্তরের পাহাড়প্রমাণ অনিয়মের মাথায় বসে ছিলেন নিগম। আরজি করের উত্তাল সময়েও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে শংসাপত্র দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নিগম ছাড়া নাকি দপ্তর অচল। ভাস্করের প্রশ্ন, দপ্তর অচল হত, নাকি সিন্ডিকেট? প্রতিবাদ করে বহু সৎ চিকিৎসককে চড়া দাম দিতে হয়েছে। তবু নিগমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দূরে থাক, বেড়েছে দায়িত্বের বহর। ভাস্করের হুঁশিয়ারি, রাজনৈতিক পালাবদল হলেও আমলাতন্ত্র দুর্নীতিবাজদের আড়াল করছে।

হাইকোর্টে জমা হবে তৃণমূলের ‘ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং’ রিপোর্ট, ভোট-পরবর্তী হিংসায় বিরোধী দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট মিটেছে, কিন্তু আতঙ্ক মেটেনি। রাজ্যের নানা প্রান্তে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা, ঘরবাড়ি ভাঙচুর, ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠছে। এই আবহে রবিবার মাঠে নামল তৃণমূলের তথ্যানুসন্ধানী দল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে কলকাতার শ্যামপুকুর, এন্টালি, বেহালা পশ্চিম; উপদ্রুত এলাকা ঘুরলেন সাংসদ সাজদা আহমেদ ও সুস্মিতা দেব। ভাঙা দলীয় কার্যালয় দেখে সাজদার মন্তব্য, মানুষ মুখ খুলতেই ভয় পাচ্ছে। পুলিশ অভিযোগ নিচ্ছে না। সুস্মিতার দাবি, হামলার পিছনে বিজেপি কর্মীরা। থানায় গিয়েও মামলা হয়নি। দল জানিয়েছে, আক্রান্তদের বয়ান লিখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জমা পড়বে। প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থাকলে সেই রিপোর্টই প্রমাণ হিসেবে পেশ হবে হাইকোর্টে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ৬০ দিন থাকার কথা। তবু হিংসা কেন, প্রশ্ন তুলেছেন সুস্মিতা। তাঁর কটাক্ষ, বুলডোজার দিয়ে গণতন্ত্র চলে না। মুখ্যমন্ত্রীও আইনের উর্ধ্বে নন। যদিও রাজ্যের পদ্ম শিবির থেকে স্পষ্ট দাবি করা হয়েছে, রাজ্যে তৃণমূলই তৃণমূলকে মারছে, এতে বিজেপি কোথাও নেই। ভোট-পরবর্তী হিংসা মামলা ইতিমধ্যেই আদালতে। এবার তৃণমূলের পালটা রিপোর্ট রাজনীতির তাপ আরও বাড়াবে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক অশান্তি ও মারধরের খবর পাওয়া যাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, তাদের দলের নিচুতলার কর্মী, সমর্থক এবং পোলিং এজেন্টদের টার্গেট করে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে। কর্মীদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর থেকে শুরু করে শারীরিক নিগ্রহের মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাই করতে, কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে এবং আক্রান্তদের প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদান করতেই তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে এই তথ্য অনুসন্ধানকারী দল গঠন করা হয়েছে।

অভিষেকের পর এবার রাজীব-শোভন-কুণাল

তৃণমূল নেতাদের বাড়ির রক্ষী তুলে নিল লালবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পালাবদলের ধাক্কা এবার নিরাপত্তার গণ্ডিতে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর রাজীব কুমার, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষদের বাড়ির সামনে থেকে রক্ষী সরিয়ে নিল লালবাজার। রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ার পরই সাংসদ অভিষেকের বাড়ির বাইরের বাড়তি পাহারা তুলে দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, একজন সাংসদ কেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সমান সুবিধা পাবেন। এবার সেই তালিকায় ঢুকলেন তৃণমূলের আরও দশ নেতা-প্রাক্তন মন্ত্রী।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, সুব্রত বক্সীদের বাড়ির হাউস গার্ড তুলে নেওয়া হয়েছে। রাজীব কুমার সাংসদ হিসেবে, কুণাল ঘোষ বিধায়ক হিসেবেই সুরক্ষা পাবেন। ভোটে হারা অরূপ-চন্দ্রিমাদের ক্ষেত্রে আগের মন্ত্রী-সুবিধা আর নেই। এমনকী ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি পদে থাকা পীযূষ পাণ্ডের নিরাপত্তাতেও কাটছাঁট হয়েছে।

তৃণমূল জমানায় প্রয়োজনের বেশি নিরাপত্তা দেওয়ার অভিযোগ ছিল বহুদিনের। নতুন সরকার সেই বাড়তি চাদর গুটিয়ে নিচ্ছে। ক্ষমতার রং বদলালে যে রক্ষীর সংখ্যাও বদলায়, লালবাজারের এই পদক্ষেপ সেটাই মনে করিয়ে দিল। প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট, সুবিধা নয়, নিয়মই শেষ কথা।

সমবায় ব্যাংকে জোর করে অ্যাকাউন্ট, টাকা সরানোর নালিশে বিদ্ধ ডিসি শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিপুর বডিগার্ড লাইন্সের সমবায় ব্যাংকে জোর করে অ্যাকাউন্ট খোলানো। তারপর সেই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরিয়ে নেওয়ার মারাত্মক অভিযোগ। কাঠগড়ায় কলকাতা পুলিশের ডিসি শান্তনু সিন্‌হা বিশ্বাস। পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ডের মাথায় বসেই নাকি এই কারবার চালিয়েছেন তিনি। অভিযোগ, পদ ব্যবহার করে অধস্তনদের দিয়ে জোর করে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলানো হয়েছে। পরে সেই টাকা আত্মসাৎ। কত টাকা গিয়েছে, কাদের টাকা গিয়েছে, তার হিসেব কষছে লালবাজার। এর আগে ১৪ মে সাড়ে দশ ঘণ্টা জেরার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। সোনা পাপ্পুর তোলাবাজি ও প্রতারণা মামলায় হাতকড়া পড়ে। পাঁচবার নোটিস এড়িয়ে শেষে হাজিরা দেন। তদন্তকারীদের দাবি, নথি দেখাতেই অসহযোগিতা শুরু করেন। বহু প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন, তথ্য গোপন করেছেন। এনআরআই কোটায় ভর্তি এবং বালি পাচারের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। উর্দির আড়ালে আর্থিক নয়ছয়ের এই ছবি নতুন সরকারের কাছে বড় ধাক্কা। দুর্নীতি রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার মধ্যেই ডিসি পদমর্যাদার অফিসারের গ্রেপ্তারি এবং নতুন অভিযোগ প্রশাসনের ভিতই নাড়িয়ে দিল। ইডি তাঁকে হেপাজতে নিয়ে আরও জেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সিলেবাসে ‘পরিবর্তনের হাওয়া’? সিঙ্গুর থেকে মুঘল ইতিহাস, বড় রদবদলের ইঙ্গিত শিক্ষা দপ্তরে

দেবাশিস দে

বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের পর প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তনের জল্পনা চলছিলই। এবার সেই পরিবর্তনের আঁচ পৌঁছতে চলেছে স্কুলের পাঠ্যক্রমেও। রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষা মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে; বদলে যেতে পারে স্কুলের ইতিহাস বইয়ের একাধিক অধ্যায়। বিশেষ করে বিগত তৃণমূল আমলে যুক্ত হওয়া রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পাঠ এবার সিলেবাস থেকে বাদ পড়তে পারে বলেই ইঙ্গিত মিলছে।

সূত্রের খবর, অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে থাকা সিঙ্গুর আন্দোলনের অংশ নতুন করে পর্যালোচনার আওতায় এসেছে। ২০১১ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর রাজ্যের পাঠ্যবইয়ে সিঙ্গুর আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ, আন্দোলনের টাইমলাইন এবং তৎকালীন বিরোধী নেতাদের ভূমিকা বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল। সেই সময়ের বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নামও পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান

রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সেই অধ্যায় আদৌ থাকবে কি না, তা নিয়েই শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এগুলো আর থাকবে না।দ তাঁর বক্তব্য, ইতিহাস বইয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং এখন তা নতুনভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। শুধু সিঙ্গুর আন্দোলন নয়, মুঘল ইতিহাস নিয়েও পুনর্বিবেচনার দাবি তুলেছে বিজেপি শিবির। দলীয় সূত্রে দাবি, আকবর, শাহজাহানদের শাসনকাল নিয়ে যে ধরনের ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন ধরে পাঠ্যবইয়ে রয়েছে, তা একপাক্ষিক কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। ইতিহাসকে ভারতকেন্দ্রিক ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনর্লিখনের পক্ষে মত দিচ্ছেন একাংশ শিক্ষাবিদও। ইতিমধ্যেই বিকাশ ভবনে সিলেবাস সংশোধনের জন্য একাধিক প্রস্তাব জমা পড়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।

শিক্ষা দপ্তরের অন্দরে আলোচনা শুরু হয়েছে, রাজ্যের নতুন সরকার স্কুলশিক্ষায় রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনার বার্তা দিতে চাইছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নতুন সরকার এমন একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করতে চাইছে যেখানে কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের আন্দোলন বা নেতার ভূমিকাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হবে না।

তবে এই সম্ভাব্য পরিবর্তন ঘিরে বিতর্কও শুরু হয়েছে। শিক্ষাবিদদের একাংশের মত, ইতিহাস থেকে কোনও আন্দোলন বা রাজনৈতিক অধ্যায় সম্পূর্ণ মুছে ফেলা উচিত নয়। কারণ সিঙ্গুর আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল। অন্যদিকে বিজেপি ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, স্কুলের পাঠ্যবই কখনও রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যম হতে পারে না।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আপাতত শিক্ষা দপ্তর নিজের হাতেই রেখেছেন। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্রুত ও কড়া নীতিগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিশেষ করে জিরো টলারেন্স নীতির কথা সামনে এনে নতুন সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রেও বড়সড় সংস্কারের পথে হাঁটতে পারে বলে জল্পনা তুঙ্গে।

গরমে জলেই ফুটবল খেলায় মেতেছে একদল যুবক। শোভাবাজার ঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

বেআইনি নির্মাণে এবার সোজা লাল চোখ, প্রতি সপ্তাহে রিভিউয়ে বসবেন কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তিলজলার আগুনের পর নড়ে বসল পুরসভা। বেআইনি নির্মাণে ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতি নিয়ে ময়দানে নামলেন কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, শহর জুড়ে লাগামছাড়া অবৈধ বাড়ির অভিযোগ জমে পাহাড়। আদালতের নির্দেশও বহু ক্ষেত্রে অচল। এবার সেই জট ছাড়াতে প্রতি সপ্তাহে বিল্ডিং দপ্তরের রিভিউ বৈঠক ডেকেছেন কমিশনার। বোরো থেকে কেন্দ্রীয় ভবন, সব আধিকারিককে হাজির থাকতে হবে। থাকবেন তিনি নিজেও। খতিয়ে দেখা হবে কোন নালিশ জমা পড়ল, কোন মামলায় কী রায়, কোথায় পদক্ষেপ আটকে। জরিমানা দিয়ে বৈধতার পুরনো সহজ রাস্তাও এবার কঠিন হচ্ছে। ইঙ্গিত স্পষ্ট, ‘রেগুলারাইজেশন’ আর হেলাফেলার বিষয় নয়।

সম্পাদকীয়

পড়ুয়াদের দাবি মেনে এবার কলেজে ফিরুক ছাত্র সংসদের নির্বাচন

৯ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেল। ছাত্র সংসদ নামের কিছু একটা যে এই রাজ্যে ছিল সেটাই ভুলতে বসেছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো। তার মধ্যে কতগুলো ২৮ আগস্ট এসেছে, গেছে, মিলেছে কেবল নেতাদের প্রতিশ্রুতি, কিন্তু ছাত্র সংসদের ভোট করানোর হিম্মত হয়নি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের। কিন্তু কেন, কেউ জানে না। তাই দিনের পর দিন নির্বাচিত ছাত্র সংসদকে বাদ দিয়ে শাসক দলের পতাকা নেওয়া হুলিগ্যানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল ক্যাম্পাসগুলো। যাদের প্রাতিষ্ঠানিক নাম ছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। যাদের আমলে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হয়ে উঠেছিল দুষ্কৃতীদের আখড়া, তোলাবাজির মুক্তাঞ্চল, ইউনিয়নরুম ছিল যত অপকর্মের আতুঁরঘর। কসবা ল'কলেজের ঘটনা কেউ ভোলেনি। ওই মনোজিত মিশ্ররাই হয়ে উঠেছিল তৃণমূল জমানায় কলেজগুলির অলিখিত অভিভাবক। এই দমবন্ধ করা পরিস্থিতি থেকে মুক্তির অপেক্ষায় চাতক পাখির মতো চেয়ে আছে বাংলার ছাত্র সমাজ। বহুদিন ধরে তাদের দাবি, সংসদের নির্বাচন হোক। সরকার থেকে বিদায়ের পর এই সব আবর্জনা এবার ক্যাম্পাস থেকেও বিদায় নিক। আদালতের নির্দেশে অনেক দিন আগেই তালা ঝুলেছে কলেজের ইউনিয়নরুমগুলিতে। তাদের দাবি, তালা খোলা হোক। ক্যাম্পাসে ফিরুক গণতান্ত্রিক পরিবেশ। পড়ুয়াদের ভালো মন্দের ভার থাক তাদেরই হাতে। রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে। অনেক কিছুই বদলাচ্ছে। তাহলে এবার ছাত্রদের দাবি মেনে ফেরানো হোক হিমঘরে চলে যাওয়া ছাত্র সংসদের নির্বাচন। এই আবহে রাজ্যের এক সুপরিচিত ছাত্রনেতা যিনি এই বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দলের টিকিটে জিতে এসেছেন, তার একটি ইঙ্গিতে ছাত্র নির্বাচনের আশা আরও উসকে দিয়েছে। বর্তমান শাসক দল বলছে, নির্বাচন তো আমার রাইট। ইউজিসি দেয় এই রাইট। এই রাইট কেড়ে নেওয়ার অধিকার এদের নেই, কোনও সরকারের নেই। একদম ঠিক। এবার শুধু ঠিক কাজটা শুরু হোক, এটাই আবেদন।

শব্দছক ১৬৩

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■		■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

পাশাপাশি: ১. ময়লা-বিহীন ৩. শ্বেত আভাযুক্ত ৫. বন্দনাকৃত ৬. ক্রোধ ৮. নিষেধ ১০. কদলী ১২. লক্ষ্মীদেবী ১৪. বন্য মার্জার ১৬. জপনা করা ১৭. গর্ব-এর কাব্যরূপ ১৯. ঋণ ২১. বিচারপতি ২২. ডাল লেকের বাহারি নৌকো ২৩. কৃত্রিম

ওপর-নিচ: ১. অন্যথা ২. নুন, ৩. সাদাপদ্ম ৪. পূর্ণ ৭. অলঙ্কার ৯. রাঁধা ১১. মুখের নাল ১২. আঁটোসাটো চৌকি ১৩. যুদ্ধ ১৪. পৃথিবী ১৫. যা থেকে গাছের উযপত্তি ১৭. চলা ১৮. পরিবর্তন ২০ দড়ি

সমাধান ১৬২ — পাশাপাশি: ১. সন্ধ্যা ২. পসরা ৫. বারিদ ৬. বাদ ৭. পনি ৯. জনগণনা ১১. দশাসন ১৩. বেতবন ১৬. অবচেতনা ১৮. দল ১৯. দলা ২০. রম্ভা ২১. সাহস ২২. পাপ

ওপর-নিচ: ১. সন্ধিপদ ২. পরিজন ৩. সদল ৪. বেদনা ৬. বাণ ৮. নিশা ১০. গঠিত ১২. নলচে ১৩. বেনারস ১৪. বদ ১৫. নলকূপ ১৬. অদম্য ১৭. বলা

আজকের দিন

■ **১৯৭৪** — ভারত রাজস্থানের পোখরানে 'স্মাইলিং বুদ্ধ' সাংকেতিক নামে তার প্রথম সফল পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়।

■ **১৯৮০** — ওয়াশিংটন রাজ্যের মাউন্ট সেন্ট হেলেন্সে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত ঘটে।

■ **২০০৯** — শ্রীলঙ্কার সশস্ত্র বাহিনী এলটিটিই-কে পরাজিত করে ২৬ বছর দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটায়।

জন্মদিন

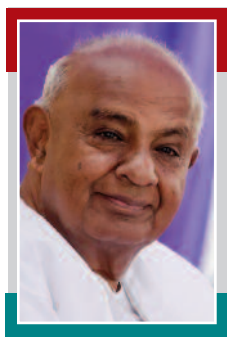

এইচডি দেবেগৌড়া

১৯২০ *বিশিষ্ট লেখক এম ভি ভেঙ্কটরামের জন্মদিন।*

১৯৩৩ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়ার জন্মদিন।*

১৯৩৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যশবিন্দর সিং ব্রারের জন্মদিন।*

তৃণমূলকে হঠাতে বিজেপির দিকেই ঝুঁকলেন বামেরা

শুভাশিস বিশ্বাস

বাম রক্তক্ষরণ অব্যাহত এটা বিলক্ষণ বোঝা গিয়েছিল ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগেই। কারণ আমজনতার সঙ্গে আলাপচারিতায় একটা ব্যাপার ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছিল যে, বামেদের রক্তক্ষরণ অব্যাহত। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত ভোট থেকেই বামেদের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকে চিড় ধরা শুরু। ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে তা ফাটলে পরিণত হয়। ২০১১ বিধানসভা ভোট থেকে এ পর্যন্ত বামেদের সংখ্যালঘু ভোটের কার্যত পুরোটাই শাসক শিবিরে সরে যায়। ২০১১ সালে মমতার ঝড়ে ক্ষমতাচ্যুত হলেও বামপন্থীরা তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু পরবর্তী ১০ বছরে সেই দুর্গ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে সেই ভোট নেমে আসে ৫ থেকে ৬ শতাংশে, যা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল যে বাম সমর্থকরা দলে দলে বিজেপির দিকে সরতে শুরু করেছেন। আর এই তলানিতে পড়ে থাকার মতো, যে ৫ শতাংশ ভোট বামেদের ছিল, তা মূলত হিন্দু ভোট। ২০২৬-এ সেই তলানি থেকেও প্রায় ২ থেকে ৩ শতাংশ বাম হিন্দু ভোট প্রথম দফাতেই এবার বিজেপির ভোটব্যাঙ্কের দিকেই গেছে। কোথাও অসংগঠিত ভাবে, কোথাও নিচু তলায়, সংগঠিত ভাবে। ২০১১ থেকে ২০২১ পর্যন্ত এক দশকের ধারাবাহিক পতন তাদের অস্তিত্বকে খাদের কিনারে নিয়ে ঠেকিয়েছে। এক সময়কার ৪০ শতাংশ ভোট শেয়ারের মালিকরা যখন ৪-৫ শতাংশে এসে থিতু হয়, তখন লড়াইটা আর কেবল ক্ষমতা দখলের থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় স্রেফ প্রাসঙ্গিক থাকার। ২০২৬-এর নির্বাচন তাই বামেদের জন্য কোনো ভোটযুদ্ধ ছিল না। তাদের একটাই লক্ষ্য ছিল, এবার যদি অন্তত গুটিকতক আসনও তারা না পায়, তবে বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে তারা ক্রমেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে।

২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকালে একটা কথা স্পষ্ট, বঙ্গ রাজনীতি থেকে বামেদের সম্পূর্ণ বিদায় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব শূন্যতার সৃষ্টি করে। এই দীর্ঘ খরা কাটানোর চেষ্টায় ২০২৬-এ আলিমুদ্দিনের রণকৌশলে বড় ধরনের পরিবর্তন নজরে আসে। বিমান বসুর মতো প্রবীণরা যেমন অভিভাবকের ভূমিকায় থাকলেন, ঠিক তেমনই লড়াইয়ের সামনের সারিতে এগিয়ে দেওয়া হয় একঝাঁক শিক্ষিত তরুণ মুখকে। এই তালিকায় অবশ্যই থাকছেন মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়, কলতান দাশগুপ্ত, শতরূপ ঘোষ, দীপ্সিতা ধর, আফরিন বেগম, সৃজন ভট্টাচার্যের মতো নেতারা, যাঁরা আজ বামেদের মুখ ও কণ্ঠস্বর। মহম্মদ সেলিমের মতো নেতারা যাকে আখ্যা দিয়েছেন 'ফ্রেশ ক্রপ' বলে।

এই ফ্রেশ ক্রপেদের মধ্যে মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গেল, লড়াইটা মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্নের। তাঁর এই বক্তব্যে যেন কোথায় লুকিয়ে ছিল গ্রামীণ বাংলার প্রতিবাদের মেজাজ। অন্যদিকে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের দীপ্সিতা ধর যখন টিভির পর্দায় তার 'ফটোক্রমেটিক' চশমা আর ডান হাতের ঘড়ি নিয়ে যখন বক্তব্য রাখেন সেখানে ধরা পড়ে এক আধুনিক, শিক্ষিত বামপন্থার ছবি তুলে ধরে। এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তারা পলিটিক্যালি আর্টিকুলেটেড এবং রাজনৈতিক কল্পনাতে অনেক বেশি সপ্রতিভ। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, এই 'স্মার্ট' আর 'শিক্ষিত' ইমেজ কি বাংলার প্রান্তিক শ্রমজীবী, গ্রামীণ কৃষক বা সংখ্যালঘু ভোট টানতে যথেষ্ট কি না সে ব্যাপারে। শহুরে ড্রইংরুমে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়লেও গ্রামের গরিব মহিলারা মীনাক্ষির রুটি-রুজির আন্দোলনে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন কি প্রশ্ন থাকে তা নিয়েও।

এই প্রসঙ্গে এটাও বলতেই হয়, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে তারা সচেতনভাবেই মমতার মতোই 'পপুলিস্ট' বা জনপ্রিয় সস্তা অর্থ-বণ্টনের রাজনীতির পথ এড়িয়ে গেছেন। তৃণমূল বা বিজেপির মতো সরাসরি নগদ অর্থ সাহায্যের কোনো বড় প্রকল্প তাদের ইস্তেহারে নজরে আসেনি। বরং এর পরিবর্তে তারা জোর দিয়েছেন স্থায়ী কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন এবং দুর্নীতির অবসান ঘটানোর ওপর। তাদের প্রস্তাবিত 'নেতাজি সুভাষ যুবসেবক প্রকল্প'র মাধ্যমে বেকারদের সামাজিক কাজে নিয়োগ করে মাসিক ২ হাজার টাকা ভাতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্য বাজেটের ২০ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় এবং প্রবীণদের জন্য ৬ হাজার টাকা বার্ধক্য ভাতার মতো প্রস্তাবগুলো একটি নীতিনিষ্ঠ রাজনৈতিক অবস্থানের পরিচয় দেয়।

এতো কিছুর পরেও পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পতন ঘটেছে। উত্থান হয়েছে বিজেপির। আর এই পরিবর্তনে অন্যতম বড় ভূমিকা পালন করেছে বাম দলগুলোর একনিষ্ঠ ভোটাররা। তবে এটাও ঠিক, তাত্ত্বিকভাবে বাম এবং বিজেপি দুই মেরুর বাসিন্দা। তারপরও বামপন্থীরা কেন বিজেপিকে ভোট দিল তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, এর প্রথম কারণ হলো, টিকে থাকা। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতার তৃণমূল প্রতিনিয়ত বাম নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে, পার্টি অফিস দখল করেছে এবং অনেককে আত্মগোপনে যেতে বাধ্য করেছে। এর ফলেই তারা বিজেপির মতো বিকল্প খুঁজতে শুরু করেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা এও জানান, '২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ও বামসহ অন্যান্য বিরোধী দলকে দুর্বল করার দিকে মনোযোগ দেন। এসব দলের অনেক নেতা তার দলে যোগ দেন অথবা নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য বিজেপিতে চলে যান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যারা তার বিরোধিতা করছিল, তাদের কাছে বিজেপি একধরনের ক্ষুজীবন বিমা পলিসিক্ষু হয়ে ওঠে।'

দ্বিতীয় কারণটি হলো, যোগ্য বিকল্পের অভাব। আর এখানেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের চোখেই বাম কর্মীদের প্রতি মমতা প্রতিশোধপরায়ণ। ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে তিনি বিরোধীদের শেষ করার চেষ্টা করেছিলেন। ২০১৬ সালে তৃণমূল ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২১১টি আসন জেতে। সে সময় বাম কর্মীরা বুঝতে পারছিলেন যে তাদের দল শক্তিশালী কোনো বিরোধী ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এরপরই অনেক হিন্দু বাম কর্মী বিজেপিকে বিকল্প হিসেবে দেখতে শুরু করেন।' ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনেও এই একই মনোভাব কাজ করেছে বলে জানান সিপিআই(এম) কর্মীরা। তাঁদের 'বক্তব্য, স্থানীয় পর্যায়ে আমাদের উল্লেখযোগ্য সমর্থন থাকলেও, দলটি নিজেদের একটি যোগ্য বিকল্প হিসেবে তুলে ধরার মতো শক্তিশালী ছিল না।

এ কারণেই আমাদের অনেক সমর্থক বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। একজন বাম ভোটারের কাছে বিজেপি হয়তো চরম অপছন্দের একটি দল। কিন্তু তাদের অনেকের কাছেই আবার মমতার তৃণমূল ছিল বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় বিপদ, যারা বাংলা থেকে বামদের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর ছিল। অনেক বাম সমর্থকের মতে, তাদের কৌশল ছিল 'এবার রাম, পরে বাম'।

অর্থাৎ, 'এবার আমরা রামকে (বিজেপি) ভোট দিচ্ছি, পরের বার বামদের ভোট দেব।'

নিউ বারাকপুরের এক সিপিআই(এম) কর্মী এই প্রসঙ্গে জানান, বিজেপির বিজয়ের মানে এই নয় যে বাম সমর্থকেরা হঠাৎ করে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি গ্রহণ করেছেন বা বাম আদর্শ ত্যাগ করেছেন। বরং এটি এই মুহূর্তে বাম সংগঠনের দুর্বলতাকেই প্রমাণ করে। ভোটাররা বিশ্বাস করেছিলেন যে বামেরা এখনো তৃণমূলকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার মতো শক্তিশালী নয়।

অবশ্য শুধু বামেদের ভোটেই যে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় এসেছে, এমনটা বলা অতিরিক্ত সরলীকরণ হবে। নারীদের ভোটের একটি বড় অংশ বিজেপির দিকে যাওয়া এবং ক্ষমতাসীন তৃণমূলের বিরুদ্ধে মনোভাবও বড় ভূমিকা পালন করেছে। আর ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২০৭টিতে জয় এবং ৪৫ শতাংশ ভোট পাওয়ার মানে হলো, বিজেপির এই বিশাল জয়ের পেছনে সব দলের সমর্থকদের ভূমিকা আছে। বিশেষ করে যেসব আসনে বিজেপি অল্প ব্যবধানে জিতেছে, সেখানে বামেদের এই ভোট বড় পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। গত ৪ মে ভবানীপুর আসনে তৃণমূল সুপ্রিমো ও তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করার পর নিজের বিজয়ী ভাষণে এই সত্যটি স্বীকার করে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি বলেন, 'ভবানীপুরে সিপিএমের ১৩ হাজার ভোট ছিল, যার মধ্যে অন্তত ১০ হাজার ভোট আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমি এখানকার সিপিআই(এম) ভোটারদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

পদ্মাসনে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যাশা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

নতুন সরকার চলে এসেছে। পদ্মাসনে পশ্চিমবঙ্গ। মানুষের চাওয়া পাওয়া, আশা প্রত্যাশা অনেক। যদিও নতুন সরকার অর্থাৎ পদ্ম শিবির আগেই ঘোষণা করেছিল তাদের সংকল্প পত্রে একগুচ্ছ প্রকল্প নিয়ে। মানুষ তাদের সেই সংকল্পে দৃঢ়তার সঙ্গে রায় দিয়েছে। যে রায়ে বর্তমান সরকার অর্থাৎ বিজেপি সরকারের পক্ষে গেছে। যে সমস্ত হিংসা, দুর্নীতি, অসহায়তা মানুষ এতদিন ধরে সহ্য করেছিল তার যবনিকা হয়েছে এই বিজেপি সরকারের আগমনে। এখন দেখার বিষয় যে বিজেপি সরকার সেই আগের সরকারের মতোই সমস্ত কিছু প্রশ্রয় দেয় কিনা নাকি কঠোর হাতে সব দিক দমন করে। মানে আইন, শাসন, প্রশাসনের সমস্ত দিক সামলাতে কতটা বদ্ধপরিকর পদ্ম শিবির - সেটাই দেখার। আমরা জানি ভারতবর্ষের অন্যতম অঙ্গরাজ্য গুলো কঠোর হাতে কিভাবে দমন করেছে এই ডবল ইঞ্জিন সরকার অর্থাৎ বিজেপি সরকার। মানুষ এবং তার রায় একটা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সত্যিকারের সুস্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্যে দেয়। যার প্রতিফলন দেখতে পেলাম ১৫ বছর আসনে থাকা টিএমসি সরকারকে এক লহমায় ফেলে দিতে পারল। আমরা জানি ' যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাজা'--একটি প্রচলিত প্রবাদ। কিন্তু তাই যদি হবে তবে মানুষ তার শেষ কথা বলবে। হয়তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ধৈর্য, আবেগ অনেক বেশি যে তারা খুব সহজে বা খুব চট করে কোন সরকারকে দ্রুততার সঙ্গে ফেলে দেয় না। কিন্তু যখন ফেলে দেয় তখন ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমরা বিগত দিনগুলোতেও দেখেছি কংগ্রেস সরকার চলে যাওয়ার পরে তা ফিরে আসতে পারেনি। আমরা দেখেছি সিপিএম সরকার চলে যাওয়ার পরে দীর্ঘকাল ধরে শূন্য অবস্থান থেকে তারা ফিরতে পারেনি। আর এবারে পড়ে রইল টি এমসি। তবে এক্ষেত্রে বলবার বিষয় হলো এই যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আগে থেকে অনেক বেশি সচেতন। কারণ আমরা এটা ধরেই দিতে পারি যে ৩৫ বছরের শাসনের কোন সরকার পশ্চিমবঙ্গে আর থাকবে না। কারণ মানুষ ৩৫ বছর সিপিএম সরকারকে রাখার পরে ১৫ বছরের সরকারকে সঠিক কাজকর্ম পরিচালন না হওয়ার জন্য তাকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হল। তাই এই বিজেপি সরকারকেও মাথায় রাখতে হবে যে মানুষ আগে থেকে অনেক বেশি সচেতন। সঠিক পরিচালন পদ্ধতি না হলে তারাও অপসারিত হয়ে যাবে নিয়মের সঙ্গেই।

হ্যাঁ, একটা বোধোদয় দরকার। একটা চৈতন্য উদয় দরকার। একটা সরকার থেকে প্রতিটি মানুষের অনেক প্রত্যাশা, অনেক আশা,অনেক আবেগ, অনেক আশ্রয় আশা করে থাকে। সেই আবেগ, আশ্রয়,প্রত্যাশা, ভালোবাসা,চাওয়া-পাওয়া সব মিলিয়েই একটা সরকার গড়ে ওঠে। এবং সেই সরকার মানুষের হয়ে, মানুষের সাথে, মানুষের পাশে থেকে কাজ করার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সুতরাং এই সমস্ত কথাগুলোকে মাথায় রেখেই এই নতুন সরকার অর্থাৎ বিজেপি সরকার তার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার যখন রাজ্যে থাকে তখন রাজ্য সরকারের সমস্ত সুবিধা অসুবিধা গুলো বুঝতে অনেক বেশি তৎপর এবং সক্ষম হয়। আর এবারে সেই সুযোগ রয়েছে সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ কে সোনার বাংলা করার একটা অপরিসীম সুযোগ রয়েছে। আর আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে সেই মাটি যেখানে সমস্ত উৎপাদন, শিল্প, বাণিজ্য, করার একটা দারুন স্পেস রয়েছে। কারণ আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের মাটি ভালো। পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া ভালো। তাই এই রকম একটি অপরিসীম আবহাওয়ায় বর্তমান সরকার যে তাদের অপরিসীম কার্যকলাপে এই বঙ্গ কে একটা নতুন জায়গায় দিয়ে যাবে সেটা আশা করা যেতেই পারে। আমরা দেখেছি বিগত সরকার অর্থাৎ তৃণমূল সরকার অনেক রকম প্রকল্প নিয়ে এই বাংলাকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তার পাশাপাশি কিছু অহেতুক দুর্নীতি, সন্ত্রাস, হানাহানি সেই সরকারকে ১৫ বছরের বেশি রাখতে দেয়নি। তাই নতুন সরকারের কাছে আমাদের আশা- প্রত্যাশা এতোটুকুই যে --বিগত সরকারের মতো সন্ত্রাস ,হানাহানি পুরোপুরি নীতিহীনতা এগুলো যাতে কোনোভাবেই না গড়ে উঠতে পারে।

আমরা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে আবেগ ধৈর্য, সহ্য দেখিয়ে এসেছিল বিগত দিনগুলোতে অর্থাৎ একটা দীর্ঘ সময় ধরে সহ্য করা ১৫ বছরের টি এমসি সরকারকে তার কিছু ভুল সিদ্ধান্তের জন্যে বেশি সময় লাগালো না পশ্চিমবঙ্গের মানুষের তৃণমূলকে ছিন্নমূল থেকে তুলে ফেলতে। সুতরাং এখান থেকে একটা সাবধান বানীও পৌঁছে গেল বর্তমান বিজেপি সরকারের কাছে যে যেকোনো অবস্থায় মানুষ আর বেশি দিন দুর্নীতি, অত্যাচার সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি বরদাস্ত করবে না। সুতরাং মানুষের এই রায় এক ধরনের সাবধান বাণীও বটে। নইলে মানুষের আবেগ,ধৈর্য খুব চট করে বদলে নিতে আর সময় লাগবে না কেনো। সুতরাং বিগত দিনের মতো পরিস্থিতি যদি তৈরি হয় তাহলে তাকে মূল থেকে পরিবর্তন করতে মানুষের আর সময় বেশি লাগবে না। আমরা আগামী দিনগুলো কেউ তা চাই না। আমরা চাই একটা সুশাসন। প্রশাসনের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হোক। আমরা চাই মানুষের সুখ,শান্তি, সমৃদ্ধি সমস্ত কিছুতে সরকার পূর্ণমাত্রায় এগিয়ে আসা। আমরা চাই দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে। আমরা চাই রাহাজানি দূর হওয়া। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা সমস্ত কিছুতে একটা শ্রী ফিরে আসুক। একটা সমৃদ্ধি ফিরে আসুক। বেকারত্ব দূর হোক। শান্তি ফিরে আসুক। মানুষের ন্যূনতম চাহিদাগুলোর দিকে সরকার নজর দিক। সমস্ত কিছুতে সরকার তার পূর্ণমাত্রায় একটা শান্তি প্রতিষ্ঠা করুক,একটা সুস্বাস্থ্য দিক। একটা সরকার পারে সাধারণ মানুষের কথা ভেবে সেই মতো এগিয়ে চলার অঙ্গীকারে তাদেরকে সহায়তা করতে। আর ঠিক সেই দিক দিয়েই নতুন সরকারের কাছে মানুষের নতুন প্রত্যাশা থাকাটাই স্বাভাবিক। এখন কিভাবে, কতটা, কি পরিমানে সেটাকে মেটাতে পারবে সেটাই এখন দেখার।

আমরা বাম সরকার অবসানের পরে দেখতে পেয়েছিলাম কিভাবে দলে দলে নতুন টি এমসি তে যোগদানের করেছিল। ঠিক একইভাবে এবারেও ভোটের রেজাল্ট ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই আমরা দেখতে পেলাম কিভাবে টি এমসি অবসানের পর থেকে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে মানুষ পদ্ম শিবিরে যোগদান করছে। যোগদান করুক। এ পর্যায়ে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু দেখতে হবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন বারবার না হয়। আর আমরা দেখেছি এই ক'দিনের মধ্যেই বিজেপি সরকার যথার্থই ঘোষণা করেছে যে ৪ তারিখ দুপুর দুটোর পরে যারা নতুন করে বিজেপি সাজার চেষ্টা করেছে তাদের অরাজকতা, তাদের হানাহানি কিছুতেই যেন বরদাস্ত করা না হয়। এবং তার মধ্যে যদি বিজেপির লোকও থাকে তবে তাকেও যেন রে-হাত না করা হয়। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে নতুন সরকার শক্ত হাতে আইনকে সকলের জন্য সমান অধিকার দিতে চাইছে। এখন দেখতে হবে স্বচ্ছতা কিভাবে প্রশাসনের হাতে সম্পূর্ণ অর্পণ হয়। কারণ আমরা জানি একটা সু প্রশাসন পারে একটা রাজ্যকে সঠিক স্তরে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সুতরাং প্রশাসনের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে-- এ ব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ নেই। কারণ দুর্নীতি যেখানে মাত্রা ছাড়া প্রশ্রয় পায় সেখানে আইনের শাসন থাকে না শাসকের আইন চলে আসে। বর্তমান সরকারের কাছে তাই আমাদের আবেদন যে কিছুতেই যেন আইনের শাসন থেকে শাসকের আইন এই বঙ্গে আর দেখা না যায়। তাহলেই আমরা একটা সন্ত্রাসমুক্ত, একটা দুর্নীতিমুক্ত, একটা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে অন্যান্য রাজ্যগুলোর থেকে শ্রেষ্ঠ জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। আমরা আশা করি বর্তমান বিজেপি সরকার সেই দিকটা তৎপরতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গ নরম মাটির রাজ্য। এখানকার মানুষের অনুভূতিগুলো অত্যন্ত সজীব এবং সতেজ। এখানকার মানুষ অল্পতেই খুশি। এখানকার মানুষ পরিশ্রমী। এখানকার মানুষ কর্ম প্রত্যাশী। এইখানকার মানুষ অলস হীন। এখানকার মানুষ ভালোবাসাময়, প্রেমময়। এখানকার মানুষ ধৈর্যশীল অনেক অনেক বেশি আবেগময়। এখানকার মানুষ অত্যন্ত ফ্রেন্ডলি মনোভাবি। সুতরাং এখানকার মানুষকে দিয়ে কেন বেশি ভালো কাজ করা যাবে না? আমরা জানি বিগত দিনগুলোতেও এরকম একটা প্রচেষ্টা চলেছিল কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাব বা কিছু অহংকার আজ তারা প্রাক্তন হয়েছে। একটা প্রচেষ্টা আগের সরকারও দেখিয়েছিল কিন্তু কিছু মানুষের সম্পূর্ণ অসহযোগিতার জন্য তা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি অর্থাৎ সেই সংকল্প গুলো সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেনি। কিন্তু বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের আশা যে ভালো কাজের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ুক। এখন মানুষ অনেক সচেতন, অনেক সংবেদনশীল, অনেক রুচিশীল। সুতরাং এই জনগণকে দিয়ে এই সরকারের যে নতুন ভাবনা চিন্তা আর সেই ভাবনাচিন্তা কে আরো বেশি সুচারু করতে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর হোক সেই আশাই করছি। সুতরাং আমরা বিশ্ব বাংলার মাঝপথ থেকে ফিরে এসেছি। আমরা সোনার বাংলার স্বপ্নে ,সেই স্বপ্নকে আরো বেশি সার্থক করুক। আরো বেশি সুস্থতায় ফিরে আসুক আমাদের এই পশ্চিমবাংলা-- সেটা আসা করা যেতেই পারে। আশা করি পদ্মাসনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গুলোর মধ্যে শীর্ষে থেকে সিংহ আসল লাভ করুক। এবং সুস্থ অবস্থায় গড়ে তোলার দায়িত্ব একটা সরকারের। একটা সরকার পারে সমস্ত দিক সামলে মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে। শিক্ষিত লোকের মর্যাদা দেওয়া হোক কর্ম সংস্কৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে। এ বঙ্গে বাণিজ্য আসুক। কৃষি ফিরুক। দুর্নীতি দমন হোক। সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসুক-- এ প্রত্যাশা জনগণের। সুতরাং আমরা একটা সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার জন্য সকলে মুখিয়ে আছি নতুন সরকারের কাছে। নতুন ভাবে পশ্চিমবাংলা সেজে উঠুক। রাজ্যে সুশাসন ফিরে আসুক। পদ্মাসনে পশ্চিমবঙ্গ সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক এ প্রত্যাশায় রয়েছে সমস্ত পশ্চিম বাংলার মানুষ।

চর্চাবাসর ১৫১

অকালকুষ্মান্ড শব্দের অকাল শব্দটি সংস্কৃত উপসর্গ \Sa-\V (যার অর্থ না/কিছুই না) এবং কাল (যার অর্থ সময়) থেকে এসেছে। একত্রে এর অর্থ 'অসময়ে' বা 'বেমানান' কুষ্মাণ্ড (Kushmanda) এটি একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ যা তিনটি মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে \(Ku\) (কু) ছোট বা অল্প। \(Ushma\) (ঊষ্মা) উষ্ণতা, মহাজাগতিক তাপ বা শক্তি। \(Anda\) (অণ্ড) ডিম বা মহাজাগতিক গোলক। আক্ষরিক অর্থ অসময়ে পাকা কুমড়ো।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে কাছে পেয়ে উঠল খড়্গপুর-বারিপদা রেলপথের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দীর্ঘ রাজনৈতিক পালাবদলের পর রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি সরকার। আর সেই পরিবর্তনের অন্যতম মুখ দিলীপ ঘোষ রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার নিজের ভিটেমাটি ঝাড়গ্রাম জেলার কুলিয়ানা গ্রামের বাড়িতে ফিরতেই এলাকাজুড়ে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছিল ব্যাপক উৎসাহ।

রবিবার কুলিয়ানায় পৌঁছে প্রথমে গ্রামের একাধিক মন্দিরে পূজার্চনা করেন তিনি। এরপর কুলিয়ানা গ্রামবাসীদের উদ্যোগে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় যোগ দেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী। সেখানে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংগঠনিক মঞ্চের পক্ষ থেকে তাঁকে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন সভামঞ্চে সুবর্ণরেখিক রেলপথ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকেও রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি কমিটির সদস্যরা খড়্গপুর থেকে বারিপাদা পর্যন্ত রেলপথ চালুর দাবি তোলেন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই রেলপথের অভাবে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ১নং ব্লক, সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম-সহ একাধিক ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখে পড়ছেন। সুবর্ণরেখিক রেলপথ সংগ্রাম কমিটির সভাপতি সত্যব্রত রাউৎ বলেন, 'সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী এলাকার অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় চাষিদের ফসল বাজারজাত করতে নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়। খড়্গপুর থেকে বারিপাদা পর্যন্ত রেলপথ চালু হলে কৃষকরা খুব সহজেই কম খরচে দূর-দূরান্তে ফসল নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতে পারবেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এই রেলপথ চালু হলে শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি নয়, এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগও তৈরি হবে। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষ এই দাবির জন্য আন্দোলন করে আসছেন। তাই নতুন সরকারের কাছে আমাদের বিশেষ আবেদন, দ্রুত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হোক।'

ফর্ম সি
(দ্রষ্টব্য রুল ৯(১)
সাধারণ নোটিশ
(২০১৯ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি (অ্যাপ্লিকেশন টু অ্যাডজুডিকেটিং অথরিটি ফর ব্যাঙ্করাপসি প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারান্টারস টু কর্পোরেট ডেটরস) রুলসের রুল ৯(১) অধীনে)

শ্রী সুদেশ সোন্থালিয়ার বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য (পার্সোনাল গ্যারান্টার অব মেসার্স এনফিল্ড সোলার এনার্জি লি। CIN: U45400WB2007PLC116885)

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক সি পি (আইবি)/২৫৬(কেবি)২০২৩ ধারা ৬০ এবং ১২১ এবং ১২৩ কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ততার প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ শ্রী সুদেশ সোন্থালিয়ার বিরুদ্ধে, নিবাস সিএল-২৩৯, সেক্টর-২, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা -৭০০০৯১, দিয়েছেন ১১ মে ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী।

শ্রী সুদেশ সোন্থালিয়ার বিনিয়োগকারীগণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে তাদের দাবি, প্রামাণ্য নথি সহ২৫ মে ২০২৬ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্করাপসি ট্রাস্টি -১২ পার্ক লেন,কলকাতা -৭০০০১৬ নিকট দাবি দাখিল করতে বা ইমেল মাধ্যমে **ibc.sudeshsonthalia@gmail.com**।

বিনিয়োগকারীগণের দাবি দাখিলের শেষ তারিখ ২৫ মে ২০২৬। বিনিয়োগকারীগণ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে, বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে বা স্পিড পোস্টে বা ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে।

দেউলিয়াগ্রস্তর বিস্তারিত	
১. দেউলিয়াগ্রস্তর নাম	শ্রী সুদেশ সোন্থালিয়া
২. দেউলিয়াগ্রস্তর ঠিকানা	সিএল -২৩৯, সেক্টর -২, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা- ৭০০০৯১
৩. দেউলিয়াগ্রস্ততা শুরুর তারিখ	১১.০৫.২০২৬
৪. দেউলিয়াগ্রস্ততার প্রক্রিয়া সমাপ্তর সম্ভাব্য তারিখ	১০.০৫.২০২৭
৫. দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৫.০৫.২০২৬
ব্যাঙ্করাপসি ট্রাস্টির বিস্তারিত	
৬. ব্যাঙ্করাপসি ট্রাস্টির নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং	শ্রীমতি তৃপ্তি আগরওয়াল। IBBI/IPA-001/IP-P-02809/2023-2024/14316
৭. বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত ব্যাঙ্করাপসি ট্রাস্টির ঠিকানা এবং ইমেল আইডি	৯সি, একতা রেসিডেন্সি, ১৭৪এ, মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪, ই-মেল : **ip.tripti@gmail.com**
৮. ব্যাঙ্করাপসি ট্রাস্টির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ঠিকানা এবং ইমেল আইডি	১২ পার্ক লেন,কলকাতা- ৭০০০১৬। ই-মেল : **ibc.sudeshsonthalia@gmail.com**

দ্রষ্টব্য : প্রামাণ্য নথি সহ মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক দাবির জন্য জরিমানা বা হাজতবাস হতে পারে ২০১৬ সালের ইলসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন মোতাবেক।

তারিখ: ১৮.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/
তৃপ্তি আগরওয়াল
ব্যাঙ্করাপসি ট্রাস্টি।

আরামবাগে প্রশাসনের নির্দেশে মায়াপুর গোরুর হাট বন্ধে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শতাব্দী প্রাচীন মায়াপুর গোরুর হাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আরামবাগ মহকুমা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের নির্দেশে হাট বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছেন গোরু ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে স্থানীয় সাধারণ মানুষ। বহু মানুষের জীবিকা এই হাটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। হঠাৎ করে হাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এলাকায় নেমে এসেছে অনিশ্চয়তার ছায়া।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গোরুর হাটের আইনি কাগজপত্রে একাধিক অস্বচ্ছতা থাকার অভিযোগ উঠেছে। সেই কারণেই আপাতত হাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বহু বছর আগে অজিত সাহা ও রোশন আলির নামে এই গোরুর হাটের লাইসেন্স ছিল। পরবর্তীকালে অজিত সাহার মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের সদস্যরাই হাটের মালিকানার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হলেও এই হাটকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। প্রতি সপ্তাহে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে গোরু ব্যবসায়ীরা এখানে আসতেন। ব্যবসার পাশাপাশি স্থানীয় ছোট দোকানদার, গাড়িচালক, শ্রমিক, খাটিয়াওয়ালা, খাবারের দোকান, সব মিলিয়ে একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল এই হাটকে ঘিরে। এই বিষয়ে গোরুর হাটের ম্যানেজার নারায়ণ চক্রবর্তী বলেন, 'আমাকে লিখিতভাবে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তবে আরামবাগ থানার পুলিশ এবং বিডিও অফিস থেকে হাট বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। সেই কারণেই হাট বন্ধ রাখা হয়েছে। হাট মালিকেরাও আপাতত হাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এতে বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে এলাকার বহু সাধারণ মানুষের বড় ধরনের লোকসান হয়েছে।' আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক বলেন, 'সারা রাজ্যেই বেআইনি গোরুর হাটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মায়াপুর গোরুর হাটের কাগজপত্রে অস্বচ্ছতা রয়েছে বলেই প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে। বিজেপি হাট বন্ধ করেনি। সরকারি নিয়ম মেনে হাট চালাতে হবে। কোনও বেআইনি গোরুর হাট চলতে পারে না।'

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: বেতন বাড়ানোর দাবি নিয়েপুরসভার সামনে বিক্ষোভ করলেন অস্থায়ী কর্মীরা। বসলেন রাস্তায়। রবিবার ছুটি, তাই এই কর্মসূচিতে কোনও পৌর আধিকারিক চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি দিতে পারেননি তাঁরা। অস্থায়ী কর্মীদের দাবি, বর্তমান বাজার মূল্যকে মাথায় রেখে সম্মানজনক একটি বেতন পরিকাঠামো দিয়ে সঠিক সময়ে তাঁদের বেতন দিতে হবে।

রিলায়েন্স জুট মিল (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০৭৩
ই-মেল: financeho@reliancejute.com, ওয়েবসাইট: www.reliancejute.com

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৩,২৩৫.৩৮	১৩,৬২৭.৯৮	৫৩,৬৬৮.৪৯	৩৪,৬৯৯.৩৯
২.	সময়কালের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	১২৫.৮৫	৭০৪.৭০	৫১৭.৭৪	২৮৮.৬৭
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	১২৫.৮৫	৭০৪.৭০	৫১৭.৭৪	২৮৮.৬৭
৪.	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি)	(৩১৫.৩৮)	৪৭১.৩৭	৭৬.৫২	৫৫.৩৪
৫.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	২৫২.৩৭	১,১২৫.১৪	৬৪৪.২৭	৭০৯.১১
৬.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো	৯.৩৫	(৬৫৬.৩৭)	৯.৩৫	(৬৫৬.৩৭)
৮.	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা মূল্যের) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) - মূল ও মিশ্রিত (টাকা)	(১২.১৮)	১৮.২০	২.৯৫	২.১৪

দ্রষ্টব্য:
১) উপরেরটি ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.reliancejute.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com -এ।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৬ মে, ২০২৬

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
আইডিবিআই ব্যাংক লি., -এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিতব্য আইনের ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উল্লিখিত তারিখে হিসাবগুলোর বিপরীতে একটি দাবি নোটিশ জারি করেন। **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ** অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষত এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং বিধির সাথে পঠিতব্য আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে তাকে/তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরবর্তীতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলোর দখল গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সুদ, দণ্ডমূলক সুদ, চার্জ, তার উপর খরচ এবং **আইডিবিআই ব্যাংক লি.**, চার্জ হিসেবে প্রযোজ্য হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময় সংক্রান্ত বিষয়ে, ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ দৃষ্টি ২০০২ সালের আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	১) **শ্রী অনুপ কুমার পাঠক** (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রীমতি প্রিয়া পাঠক** (সহ ঋণগ্রহীতা) ২) ০২৫৬৬৭৫১০০০২৬১১৪, ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৯১০৯, ০২৫৬৬৭৫১০০০২৫৯৮৪, ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৯৩২১	১. ১৯.০১.২০২৫ ২. ১৩.০৫.২০২৬ ৩. ৩৮,৩০,৭০৩ টাকা (আটত্রিশ লাখ তিরিশ হাজার সাতশ তিন টাকা) ০৯.১২.২০২৫ অনুযায়ী	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বা অংশ ভবনের ফ্ল্যাট নং বি, ৩য়তলে, ব্লক সিলভার ব্রিজ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫৪২ বর্গফুট , দুই বেড রুম, এক কিচেন তথা ডাইনিং, এক লিভিং, এক কমন টয়লেট, এক ব্যালকনি এবং এক বাইক পার্কিং স্পেস এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ প্রকল্প/ভবনের নাম সিলভার ব্রিজ, নির্মিত জমির পরিমাপ এরিয়া ০.৫ ডেসিমেল বা ৩ কাঠা, আরএস প্লট নং ৬৮৮ এবং ৬৯১, আরএস খতিয়ান নং ৪৯, এলআর প্লট নং ২১৬৬, এলআর খতিয়ান নং ৯৫৬/১(১৭১৬) মৌজা- বেনাচিতি, থানা : দুর্গাপুর, জেএল নং ৬৭ এডিএসআর : দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, সম্পত্তি দুর্গাপুর পৌর সংস্থা অধীন উল্লেখ্য হোল্ডিং নং ৪৪৩/এন, ওয়ার্ড নং সি/১৯। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** তৃপ্তি ব্যানার্জির ভবন। **পশ্চিমে :** শ্রী গৌরাঙ্গ চন্দ্র কর্মকার এর ভবন। **উত্তরে :** অমল মাঝি এর ভবন। **দক্ষিণে :** পুরসভা ২০ ফুট সড়ক।
২	১) **শ্রী শোভন চ্যাটার্জি** (ঋণগ্রহীতা) এবং **শ্রীমতি সৌরভী চ্যাটার্জি** (সহ ঋণগ্রহীতা) ২) ০২৫৬৬৭৫১০০০১৯৫৫৮	১. ২৬.১১.২০২৫ ২. ১৩.০৫.২০২৬ ৩. **১৫,০৩,৪২৬.৫৫ টাকা** (পনের লাখ তিন হাজার চারশ ছাব্বিশ টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা) ০৮.০৯.২০২৫ অনুযায়ী	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৪ শতক , আরএস প্লট নং ১৩৮২, আরএস খতিয়ান নং ১২৫, এলআর খতিয়ান নং ১৩১২, পরবর্তী এলআর খতিয়ান নং ২৫৪৮, মৌজা - বেগুনিয়া জেএল নং ৭৩, সাব ডিভিশন এবং সাব রেজিস্ট্রি অফিস বর্ধমান, জেলা : বর্ধমান, মেমারি পুরসভা অধীন।

তারিখ : ১৮.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)

১ম ফ্লোর, 'উইন্ডসর হাইটস' ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালি, ই.এম. বাইপাস
কলকাতা - ৭০০১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল- sbi.16286@sbi.co.in

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) -এর অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে খেলাপি করেছেন এবং উক্ত লোন কে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে তাদের নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি প্রাপ্তিস্বীকার ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য এইভাবে তাদের এই পাবলিক নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগনের নাম সহ ঠিকানা/শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল জমা দিয়ে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	নোটিশের তারিখ এনপিএ -এর তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**বিক্কি কুমার রাই, পিতা- হৃদয় শঙ্কর রাই** **ঠিকানা (১):** ফ্ল্যাট ৩বি, ২য় ফ্লোর, নিকুঞ্জ এনক্লেভ, ৩২ যতীন্দ্র নাথ সরণী, ফরিদপুর ব্লক, উত্তর বাকসারা, হাওড়া- ৭১১১১০, ল্যান্ডমার্ক- এলপি-৫/২০/৯। **ঠিকানা (২):** ফ্ল্যাট নং এ-৩, ৩য় ফ্লোর, কেএমসি প্রেমিসেস নং- ৫২ আতা বাগান (ডাক ঠিকানা- স্টার নেস্ট ২, বি ১৪১ আতা বাগান, কলকাতা- ৭০০১৫৩), পোঃ- লস্করপুর (গড়িয়া), থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০১৫৩ **ঠিকানা (৩):** ডিলাইটফুল গৌরমেট প্রাইভেট লিমিটেড, লিসিয়াস গণেশ কমপ্লেক্স, রঘুদেবপুর, হাওড়া- ৭১১৩১০ **লোন অ্যাকাউন্ট নং : এইচবিএল - ৪৪৬০১০২৯৬১২ এবং সুরক্ষা- ৪৪৬৬৫৭৬৩২৬৫** **শাখা: এসবিআই ব্রহ্মপুর শাখা (১১৫৩১)**	কলকাতা- ৭০০১৫৩ -এর ১১১ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে থানা- বাঁশদ্রোণী, পোঃ- লস্করপুর (গড়িয়া), কেএমসি প্রেমিসেস নং- ৫২ আতা বাগান, মৌজা- কামডহরি-তে অবস্থিত উক্ত জি+৩ তলা বিশিষ্ট ভবনের ২ বেডরুম, ১টি কিচেন/ডাইনিং, ১টি টয়লেট এবং ১টি ব্যালকনি সম্বলিত ৩য় ফ্লোরের দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিকমুখী **এ৩** নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ কমবেশি **৫৭৫ বর্গফুট** সুপার বিল্ট-আপ এলাকা, কমবেশি **৪৫৬.৩৫ বর্গফুট** কার্পেট এলাকা, কমবেশি **৪৭৯.১৬ বর্গফুট** আচ্ছাদিত এলাকা। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে-** এল.ও.পি নং- ১৭১৮ দ্বারা, **দক্ষিণে-** ২০ ফুট চওড়া কে.এম.সি. রাস্তা, **পূর্বে-** বি/১৪২ আতা বাগান প্রেমিসেস দ্বারা, **পশ্চিমে-** বি/১৪০ আতা বাগান প্রেমিসেস দ্বারা। **দলিলের বিশদ বিবরণ:** ডি.এস.আর. ২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ নিবন্ধিত ২০২৫ সালের বিয়িং নং ১৬০২১৫৪৩২ বই নং-১, ভলিউম নং ১৬০২-২০২৫ পৃষ্ঠা ৭২৭৮১৫ থেকে ৭২৭৮৪৬ । **স্বত্বাধিকারী:- বিক্কি কুমার রাই, পিতা- প্রয়াত হৃদয় শঙ্কর রাই**	**ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশের তারিখ- ২৭.০৪.২০২৬ এনপিএ -এর তারিখ- ২০.০৪.২০২৬**	**লোন অ্যাকাউন্ট নং: এইচবিএল - ৪৪৬০১০২৯৬১২ এবং সুরক্ষা- ৪৪৬৬৫৭৬৩২৬৫** **২২,৭৬,৭৬০.০০/- টাকা** (বাইশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত ষাট টাকা মাত্র) **২৭.০৪.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী । এছাড়াও আপনি আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে পূর্বোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।
২.	**বর্ণালী সর্দার,** স্বামী- উত্তাল কুমার রায় **ঠিকানা (১):** ৭০, মুর অ্যাভিনিউ, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৪০ **ঠিকানা (২):** প্রতাপনগর গিরিধারী হাই স্কুল, প্রতাপনগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৩৩০। **ঠিকানা (৩):** ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৩য় ফ্লোর, হোল্ডিং নং- ১৭৩, সুভাষ ব্লক, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, ওয়ার্ড নং- ২৩, থানা- সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৪৯ **কল্পনা সর্দার,** পিতা- যতীন দাস নায়েক **ঠিকানা (১):** ৬১/৩১ প্রতাপায়ন মুর অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০৪০, **ঠিকানা (২):** ২৫৫/৯৮ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৭ **এইচবিএল - ৪৪৪১৭০৭২৭৫৯** **শাখা- এসবিআই সিরিটি মুচিপাড়া শাখা (১১৫৩৩)**	কলকাতা- ৭০০১৪৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত সুভাষ ব্লক, হোল্ডিং নং ১৭৩, রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সীমার মধ্যে মানিকপুর মৌজায় অবস্থিত উক্ত জি+৪ তলা ভবনের ২ বেডরুম, ১ কিচেন কাম ডাইনিং স্পেস, এবং ২ টয়লেট সম্বলিত ৩য় ফ্লোরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কমবেশি ৯৭০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা, আচ্ছাদিত এলাকা কমবেশি ৮০৮.৩৪ বর্গফুট, কমবেশি ৭৬৯.৮৫ বর্গফুট কার্পেট এলাকার স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন ফ্ল্যাট **৩এ** -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং ২ বেডরুম, ১ কিচেন কাম ডাইনিং স্পেস, ২ টয়লেট সম্বলিত ৩য় ফ্লোরের উত্তর-পশ্চিম দিকে কমবেশি **৯১৮ বর্গফুট** সুপার বিল্ট-আপ এলাকা, আচ্ছাদিত এলাকা **৭৬৫ বর্গফুট,** কমবেশি **৭২৮ বর্গফুট** কার্পেট এলাকার ফ্ল্যাট নং ৩বি-এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। সাধারণ এলাকা, ইনস্টলেশন ব্যবহার করার সমস্ত অধিকার এবং লিফট সুবিধা সহ সাধারণ সুবিধা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করার অধিকার সহ।	**ধারা ১৩(২)-এর অধীনে নোটিশের তারিখ ২৭.০৪.২০২৫ এনপিএ -এর তারিখ- ২০.০৪.২০২৬**	**এইচবিএল - ৪৪৪১৭০৭২৭৫৯ ৬৩,১৯,৪২৩.০০/- টাকা** (তেষট্টি লক্ষ উনিশ হাজার চারশত তেইশ টাকা মাত্র) **২৭.০৪.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী এবং সুদ। আপনি আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদির সাথে পূর্বোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতেও বাধ্য থাকবেন।

সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ:- উত্তরে- অন্যদের প্লট, **দক্ষিণে-** অন্যদের সম্পত্তি, **পূর্বে-** অন্যদের সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** ২৭ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রাস্তা।
দলিলের বিশদ বিবরণ- এ.আর.এ-১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-এ ২০২৫ সালের বিয়িং নং ১৯০১০৭৮৭৫ , বই নং- ১, ভলিউম নং ১৯০১-২০২৫ , পৃষ্ঠা ২৪৫৯৫০ থেকে ২৪৫৯৭৮ তে নিবন্ধিত।
স্বত্বাধিকারী:- বর্ণালী সর্দার, পিতা- অশোক কুমার সর্দার

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(দের) এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে ।

সুরক্ষিত সম্পত্তির দায়মুক্ত হওয়ার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলীর প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ১৮.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড

(পূর্বে গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড প্রাইভেট লিমিটেড এবং গণেশ ইন্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত ছিল)
সিআইএন: L46620WB2024PLC268366
গোদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ৯ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক - ইপি এবং জিপি, সেক্টর - V, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০৯১

৩১ মার্চ, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বর্ষ এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

[সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর ৪৭(১)(বি) রেগুলেশন অনুসারে]

(ইপিএস ব্যতীত টাকা লাখে)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষের জন্য			সমাপ্ত বর্ষের জন্য	
	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অ-নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অ-নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	২২,৭৬১.৪৯	২১,৬৩৩.৭২	১৬,০৮৭.৭৬	৪৪,৩৯৫.২১	৩৯,১৯৬.৬৬	৩১,০২৯.৬৫	৮৩,৫৯১.৮৭	৫৪,২৫০.৬৫
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পূর্ব)	২,৫৬৯.৪১	২,৫৮৮.৪৭	১,৫৫৮.৯৫	৫,১৫৭.৮৮	৪,৩৭৩.৯৪	৩,০৭৫.৪৭	৯,৫৩১.৮২	৫,৩৩৭.৩৩
কর পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	২,৫৬৯.৪১	২,৫৮৮.৪৭	১,৫৫৮.৯৫	৫,১৫৭.৮৮	৪,৩৭৩.৯৪	৩,০৭৫.৪৭	৯,৫৩১.৮২	৫,৩৩৭.৩৩
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	১,৯০৫.১৮	১,৯০৪.৪৭	১,১৬১.৭০	৩,৮০৯.৬৬	৩,২৭৩.১১	২,২৯৫.৪৯	২,০৮২.৭৬	৪,০০৫.০৪
পরিশোধিত ইক্যুইটি মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার)	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়) ক. মূল	৪.৪৬	৪.৪৬	৩.৩৬	৮.৯২	৭.৬৬	৬.৬৪	১৬.৫৮	১১.৫৯
খ. মিশ্রিত	৪.৪৬	৪.৪৬	৩.৩৬	৮.৯২	৭.৬৬	৬.৬৪	১৬.৫৮	১১.৫৯

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের তথ্যটি ৩১ মার্চ, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বর্ষ এবং বর্ষের জন্য নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি নির্যাস, যা অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক তাদের ১৬/০৫/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী এটি স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে।
২. উল্লিখিত ৩১ মার্চ, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বর্ষ এবং বর্ষের জন্য নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com -এ পাওয়া যাবে। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করে এই ফলাফলগুলোও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

৩১ মার্চ, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বর্ষ এবং বর্ষের নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(ইপিএস ব্যতীত টাকা লাখে)

বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য			সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষের জন্য			সমাপ্ত বর্ষের জন্য	
	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৫ (অ-নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৫ (অ-নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	২৩,১২৮.৭৫	২১,৬৩৩.৭২	১৬,০৮৭.৭৬	৪৪,৭৬২.৪৭	৩৯,১৯৬.৬৬	৩১,০২৯.৬৫	৮৩,৯৫৯.১৩	৫৪,২৫০.৬৫
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পূর্ব)	২,৬০৭.১২	২,৫৮৮.১২	১,৫৫৮.৯৫	৫,১৯৫.২৪	৪,৩৬৮.১২	৩,০৭৫.৪৭	৯,৫৬৩.৩৬	৫,৩৩৭.৩৩
কর পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী)	২,৬০৭.১২	২,৫৮৮.১২	১,৫৫৮.৯৫	৫,১৯৫.২৪	৪,৩৬৮.১২	৩,০৭৫.৪৭	৯,৫৬৩.৩৬	৫,৩৩৭.৩৩
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের লাভ/(ক্ষতির) অংশ	২,৪৪৫.৮৬	১,৯০৪.১২	১,১৬১.৭০	৪,৩৪৯.৯৮	৩,২৬৭.২৯	২,২৯৫.৪৯	৭,৬১৭.২৭	৪,০০৫.০৪
পরিশোধিত ইক্যুইটি মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার)	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়) ক. মূল	৫.৭৩	৪.৪৬	৩.৩৬	১০.১৮	৭.৬৫	৬.৬৪	১৭.৮৩	১১.৫৯
খ. মিশ্রিত	৫.৭৩	৪.৪৬	৩.৩৬	১০.১৮	৭.৬৫	৬.৬৪	১৭.৮৩	১১.৫৯

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের তথ্যটি ৩১ মার্চ, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বর্ষ এবং বর্ষের জন্য নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি নির্যাস, যা অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক তাদের ১৬/০৫/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী এটি স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে।
২. উল্লিখিত ৩১ মার্চ, ২০২৬ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বর্ষ এবং বর্ষের জন্য নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com -এ পাওয়া যাবে। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করে এই ফলাফলগুলোও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

তারিখ : ১৬.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর পক্ষে ও তাদের হয়ে
গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
স্বা/-
বিভর আগরওয়াল
চেয়ারম্যান, এমডি এবং সিইও
DIN: 02331469

KARNIKA INDUSTRIES LIMITED

CIN : L17299WB2022PLC253035
Regd. Off:- 6 & 6/1, Gurgula Ghat Road, P.O. Salkia, Howrah - 711106 (West Bengal)
Email- info@karnikaindustries.com, Phone No- 033-2655-8101, +91-98302-28105,
Website - https://karnikaindustries.com/

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2026

The Audited Standalone and Consolidated Financial results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2026 ("Financial Results") have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in it's meetings held on May 16, 2026.

The full format of the Financial Results are available on the website of NSE (www.nseindia.com) and also on Company's website at: https://karnikaindustries.com/investor-relations/
The same can be accessed by scanning the QR code.

By order of the Board
For Karnika Industris Ltd.
Sd/-
Niranjan Mundhra
(Managing Director)
DIN: 05254448

Place: Howrah
Date: 18th May, 2026

এখনও শাহজাহান জেলে বসে নেটওয়ার্ক সক্রিয় রেখেছে, এবার সরব ভোলানাথও

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: অবশেষে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান জেলের মধ্যে বসে নেটওয়ার্ক চালায় অভিযোগ তুললেন সন্দেশখালি ভোলানাথ ঘোষ-ও। শাহজাহানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা শুনে স্বস্তি ভোলানাথ ঘোষযের। এবার ছেলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে আর্জি সন্তানহারা পিতার। তাঁর দাবি, শাহজাহানের নেটওয়ার্ক এখনও সক্রিয়, সন্দেশখালিতে শাহজাহান বাহিনী দাপাদাপি করছে হুমকি দিচ্ছে অভিযোগ তুললেন

ভোলানাথ।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১০ ডিসেম্বর শাহজাহান মামলার সাক্ষী দিতে যাওয়ার সময় সন্দেশখালির বয়ারমারী পেট্রোল পাম্প এলাকায় বাসন্তী হাইওয়েতে ভোলানাথের গাড়িতে আচমকা লরির ধাক্কায় প্রাণ যায় ভোলানাথ ঘোষের ছেলে ও তাঁর ড্রাইভারের। এই ঘটনায় ভোলানাথ ঘোষ শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলেছিলেন। ভোলানাথ ঘোষ বলেছিলেন, 'জেলে বসে শেখ শাহজাহান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সন্দেশখালি নেটওয়ার্ক চালিয়ে আমাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছে। আমার ছেলে এবং ড্রাইভারকে খুন করেছে।' রাজ্যে পরিবর্তনের পর নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শাহজাহানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা করায় স্বস্তি মিলেছে ভোলানাথ ঘোষের। এদিন ভোলানাথ ঘোষ বলেন, 'শাহজাহান শেখ জেলে বসে সন্দেশখালির পুরো নেটওয়ার্ক চালায়, এখনও শাহজাহান অনুগামীরা এলাকায় দাপাদাপি করছে এবং হুমকি দিচ্ছে।' সন্তানের মৃত্যুর বিচার চেয়ে নতুন বিজেপি সরকারের কাছে হাতজোড় করে আর্জি জানালেন সন্তানহারা পিতা ভোলানাথ ঘোষ।

'বেআইনি' টোল ট্যাক্স নিয়ে ধুন্ধুমার বর্ধমানে

বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বালিঘাটের বেআইনি টোল ট্যাক্স আদায়ের প্রতিবাদ করায় এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায়। আক্রান্ত বিজেপি কর্মীকে গুরুতর জখম অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি নেতৃত্ব। ৪ নম্বর নগর মণ্ডল বিজেপি সভাপতির অভিযোগ, বর্তমানে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সব জায়গায় টোল ট্যাক্স নেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। তা সত্ত্বেও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট এলাকায় বালিবোঝাই গাড়ি থেকে বেআইনিভাবে টোল ট্যাক্স কেটে টাকা তোলা হচ্ছিল। বিজেপি কর্মীরা সেখানে গিয়ে এই বেআইনি অর্থ তোলার প্রতিবাদ করেন এবং কেন টাকা নেওয়া হচ্ছে তা জানতে চান। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই কথা বলতেই তৃণমূলের একদল কর্মী-সমর্থক তাঁদের ওপর চড়াও হয় এবং বাঁশ, লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর শুরু করে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতির ক্ষোভ, 'এখনও কিছু তৃণমূলের দুষ্কৃতী রয়ে গিয়েছে। তারা এখন পিঠ বাঁচাতে গেরুয়া আবির গায়ে মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তাদের কর্মীদের ওপরই হামলা চালাচ্ছে।' তিনি আরও জানান, রাজ্য বা ওপর মহল থেকে বিজেপির প্রতি কড়া নির্দেশ রয়েছে, 'মারের বদলে মার' দেওয়া যাবে না। তাই তাঁরা আইন নিজের হাতে না তুলে সম্পূর্ণ প্রশাসনিকভাবে বর্ধমান থানায় অভিযুক্ত যুবকদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, বিজেপির এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে ঘাসফুল শিবির। এই বিষয়ে তৃণমূলের অন্যতম শীর্ষ নেতা দেবু টুডু জানান, এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। এটা সম্পূর্ণ বিজেপির নিজস্ব অভ্যন্তরীণ ঝামেলা। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে কার মাথা কাটবে আর কার পা কাটবে, সেটা তাদের বিষয়। এর দায় তৃণমূলের ওপর চাপানো অর্থহীন। এর পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, তৃণমূল দলগতভাবে এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে। আইন নিজের পথে চলবে এবং পুলিশ প্রশাসন পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৬ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। বর্ধমান থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রামের মূর্তি নিয়ে বিজেপির বিজয় মিছিল

শেষে মাছ ভাতের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: গলায় গেরুয়া উত্তরীয়। কারও কারও মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধা। ওড়ানো হয় গেরুয়া আবির। মুহুর্মুহু ওঠে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি। রবিবার বিজেপির বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে এমন এক পরিবেশ তৈরি হয় আউশগ্রামের কয়রাপুর গ্রামে। এদিন জয়ের উৎসব পালন করে বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের সদস্যরা। গ্রামের দেবীতলা থেকে মিছিল শুরু হয়ে পুরো গ্রামে ঘোরে। গ্রামের মানুষদের মিছিলের শেষে মাছ-ভাত খাওয়ানো ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ২০০০ মানুষ এই মাছ-ভাত খান। শপথ গ্রহণ করে পুরোদমে কাজে নেমে পড়েছে নতুন রাজ্য সরকার। তবে দলের জয় নিয়ে কর্মীদের মধ্যে উন্মাদনা এখনও চলছে। বিজেপি কর্মীরা জানিয়েছেন, কর্মীরা

নিজেদের সামর্থ মত আর্থিক সহযোগিতা করে এই বিজয় মিছিল ও খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেছেন। মেনুতে মাছ, মাংস দুটোই রাখা হয়। গেরুয়া আবির মেখে সকলে বিজয় উৎসবে সামিল হয়ে গোটা এলাকা পরিদর্শন করে মাছ ভাতে যোগ দেন। তাদের দাবি, তৃণমূল মিথ্যা অভিযোগ করেছিল যে, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসলে বাঙালির মাছ ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু কোথাও তা বন্ধ হয় নি।

বিজেপি কর্মীকে খুনের চেষ্টা, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ভোট পরবর্তী হিংসায় নদিয়ায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মী। ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা বিজেপি কর্মীকে। আহত বিজেপি কর্মীর নাম হারাধন ঘোষ। পেশায় দুধ ব্যবসায়ী। তাঁর বাড়ি নদিয়ার কৃষ্ণনগর ১ নম্বর ব্লকের তেতিয়া গ্রামে। রবিবার কর্মসূত্রে ঝিটকীপোতা গ্রামে দুধ দোয়ানোর কাজে গিয়েছিল আহত ওই ব্যক্তি। সেই সময় তার ওপর চড়াও হয় বেশ কয়েকজন লোকজন। আড়ালে অস্ত্র দিয়ে তাকে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ ওঠে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে নিয়ে আসা হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন এলাকার বিজেপি বিধায়ক সাধন ঘোষ। গোটা ঘটনার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও ঘটনার পর একজনকে গ্রেপ্তার হলেও বাকিরা পলাতক। পুলিশ বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। যদি ঘটনার পর গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সাধন ঘোষ জানান, 'এদিন আমাদের এলাকায় বিজয় মিছিল ছিল আমি সেখানে যোগ দিয়েছিলাম হঠাৎ ফোন আসে বিশেষ অধ্যুষিত এলাকা ঝিককিপোতায় আমাদের একার্যকর্তা আক্রান্ত হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে দেখতে এলাম।' তিনি এও জানান, 'সরকার আমাদের, তারপরেও আক্রান্ত হতে হচ্ছে বিজেপি কর্মীদেরই। যদি তৃণমূল ক্ষমতা থাকতো তাহলে বিজেপি কর্মীদের অবস্থা কি হতো এবার বুঝুন। আজ ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ঘোষ সম্প্রদায়ের মানুষ সে। বিশেষ এলাকায় গোরুর দুধ দোয়ানোর কাজে গিয়েছিল আর তখনই আক্রান্ত হতে হয় তাঁকে। প্রশাসনের প্রতি আমাদের আস্থা আছে, ভরসা আছে। ঘটনায় একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। আশা রাখব বাকি সকলে গ্রেপ্তার হবে।'

নারী স্বনির্ভরতার এক অনন্য প্রতীক হয়ে উঠেছেন ডিহিপাড়ার ছবিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের ডিহিপাড়া গ্রামের এক সাধারণ গৃহবধূ থেকে নারী স্বনির্ভরতার এক অনন্য প্রতীক হয়ে উঠেছেন 'মোনালিসা' স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সভানেত্রী ছবিতা প্রামাণিক। নারী ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সম্প্রতি তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের হাত থেকে সম্মাননা লাভ করেছেন। এই সম্মান শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং গ্রামীণ নারীদের আত্মনির্ভরতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালে মাত্র ১০ জন মহিলাকে নিয়ে 'ডিহিপাড়া মোনালিসা স্বনির্ভর গোষ্ঠী'র পথচলা শুরু হয়। সীমিত সামর্থ, আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং সামাজিক বাধা, সবকিছুকে সঙ্গে নিয়েই শুরু হয়েছিল এই সংগ্রাম। ২০০৩ সালে ৫০ হাজার টাকার ঋণ নিয়ে জমি লিজে নিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যক্রম শুরু করেন ছবিতা প্রামাণিক। ধীরে ধীরে সেই ছোট উদ্যোগই আজ বিশাল আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৩৫০০-রও বেশি মহিলা সদস্য। বর্তমানে গোষ্ঠীর মাধ্যমে চাল ব্যবসা, বাদাম তেল ও সরষের তেল উৎপাদন, লঙ্কা-জিরে-ধনে মশলা প্রস্তুত, চারাপোনা মাছ চাষ, স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরি ও বিক্রির মতো একাধিক উদ্যোগ সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই সমস্ত কাজই মূলত গ্রামের মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে বহু মহিলা আজ আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে নিজেদের পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ২০০৮ সাল থেকে ছবিতা প্রামাণিক সোনামুখী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হন। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে তিনি এসআরআই পদ্ধতিতে ধান চাষ, বর্ষাকালে পেঁয়াজ চাষ, আধুনিক পদ্ধতিতে পশুপালন, সবজি

চাষ, মাশরুম উৎপাদন, গোবর সার প্রস্তুত ও ব্যবহার, ছাগল পালন-সহ একাধিক কৃষি ও কৃষিভিত্তিক উদ্যোগে দক্ষতা অর্জন করেন। এই জ্ঞান ও প্রযুক্তি তিনি শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিয়েছেন। ২০২৩ সালে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় তিনি বিনামূল্যে চাল তৈরির ঢেঁকি মেশিন পান। সেই ঢেঁকি ছাঁটা চাল ইতিমধ্যেই 'বিশ্ব বাংলা' প্ল্যাটফর্মে বিপুল পরিমাণে বিক্রি হয়েছে, যা স্থানীয় উৎপাদনকে রাজ্যের বৃহত্তর বাজারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসআরআই পদ্ধতিতে ধান চাষে সাফল্যের জন্য ২০১৩ সালে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় তিনি দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত থেকে সম্মান গ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর উদ্যোগ থেকে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকার নেট লাভ হচ্ছে। ছবিতা প্রামাণিক জানিয়েছেন, 'ভবিষ্যতেও কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা মহিলা দল যদি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, তবে সঠিক প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে আমি সর্বদা প্রস্তুত।' তাঁর এই উদ্যোগ ও মানসিকতা গ্রামীণ সমাজে নারী উন্নয়নের নতুন দিশা দেখাচ্ছে।

কলেজ ছাত্রকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক কলেজ ছাত্রকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো কাটোয়ায়। শনিবার রাতে মুল্টিগ্রামে আড্ডা দেওয়ার সময় ধারালো অস্ত্র নিয়ে অতর্কিত হামলা চালানো হয় ওই ছাত্রের উপর। আহত অবস্থায় ওই ছাত্রকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাম শাহিদ মির্দা (২১)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ির কাছে একটি পুকুর পাড়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন কাটোয়া কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। হঠাৎই অজ্ঞাতপরিচয় একদল দুষ্কৃতী ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁকে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে। পরে সেখান থেকে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। মৃত ছাত্রের দাদা মাসুদ মির্দা বলেন, 'ও কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলো না। প্রতিবেশী বা অন্য কারোর সঙ্গেও ওর কোনো শত্রুতা ছিল না। অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিল

সে। সামনেই ওর চাকরির পরীক্ষা ছিল, যার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কেন এই আক্রমণ হলো, তা কিছুই বুঝতে পারছি না।' ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাটোয়া থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, আক্রমণের ধরন দেখে অনুমান করা হচ্ছে এটি পূর্ব পরিকল্পিত। ঘটনার সময় আক্রান্তের সঙ্গে আরও দুই বন্ধু ছিলেন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অপরাধীদের খুব দ্রুত চিন্তিত করে গ্রেপ্তার করা হবে।

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি

রিকশা চালিয়ে অভিনব প্রতিবাদ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: লাগাতার জ্বালানি তেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার রাস্তায় নেমে অভিনব আন্দোলনে সামিল হল জাতীয় কংগ্রেস। রবিবার দুর্গাপুরের বেনাচিতি বাজার এলাকায় রিকশা চালিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ বলে দাবি কংগ্রেস নেতৃত্বের। এদিন বেনাচিতি বাজার চত্বরে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। হাতে প্ল্যাকার্ড এবং মুখে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান আন্দোলনকারীরা। কংগ্রেসের এই আন্দোলনকে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা সুমন্ত মণ্ডল জানান, 'বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি চলছে, সেই অর্থে ভারতবর্ষে সেইভাবে জ্বালানি তেলের সংকট

দেখা দেয় নি মোদী সরকারের শাসনে। কোনও কাজ নেই, শুধু শুধু বডি ওয়েট বাড়ছে, তাই একটুও রিকশা চালালে শরীর ফিট থাকবে। আপনারা ওটাই করুন দেশের জনগণের চিন্তা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন, আমরা ঠিক করে দেব।'

ধন্যবাদজ্ঞাপন সভা বিজেপির টিচার সেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্য এসেছে। এই সাফল্যের নেপথ্যে বিশাল ভূমিকা রয়েছে শিক্ষক সমাজেরও। জাতির মেরুদন্ড যে সমস্ত মানুষ, যারা মানুষ গড়ার কারিগর তাঁদের ধন্যবাদজ্ঞাপন সভা। বিজেপি টিচার সেল রবিবার সিউড়ি বিধানসভা এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষকদের নিয়ে জেলা বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজন করল এই সভার। তাদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় জেলা বিজেপির সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জি, সাধারণ সম্পাদক শ্যামসুন্দর গড়াই-সহ জেলা বিজেপির নেতৃত্বকে। কৃতজ্ঞতা জানান বিজেপি টিচার সেলের পক্ষে জেলা আহ্বায়ক মোহন সিনহা, সিউড়ি বিধানসভার আহবায়ক মানস মজুমদার প্রমুখেরা।

দাসপুরের সুলতাননগরে মহিলা পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আঁচল'-এর উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দাসপুর বিধানসভার বিধায়ক তপন কুমার দত্ত।

দেশের সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপস নয়: অশোক কীর্তনীয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: দেশের সুরক্ষার সঙ্গে কোনও অপস নয়, বলে জানিয়ে দিলেন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফকে দেশের স্বার্থে সীমান্ত সুরক্ষার জন্য জমি হস্তান্তর করতে হবে। এবার বনগাঁর একাধিক সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে গেলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দার সঙ্গে কথা বললেন। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন অভাব অভিযোগ সমস্যার কথা শুনলেন। ইতিমধ্যেই উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন খাদ্যমন্ত্রী। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বসিরহাট মহকুমা তিনটি জায়গায় জমির কিছুটা সমস্যা রয়েছে। জমি জটে তবে জেলাশাসক এবং বিডিও-সহ সরকারি আধিকারিকদের অতি দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য জানানো হয়। যদি দ্রুত সমস্যার সমাধান না হয় তবে দেশের স্বার্থে প্রশাসন আইনগতভাবে যেটা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটাই নেবেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি কাঁটাতার হলে খুব সুবিধা হবে

তাঁদের তারা এতদিন ভয়ে আতঙ্কে সীমান্ত এলাকায় বসবাস করছিলেন কিন্তু বিগত রাজ্য সরকার তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। অবিলম্বে কাঁটাতার প্রয়োজন সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা জমি দিতে প্রস্তুত। সরকারের এই উদ্যোগে খুশি সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা।

কামারপুকুরে দুর্নীতি, গ্রেপ্তার তৃণমূল প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: গোঘাটের কামারপুকুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের প্রধান রাজদ্বীপ দে গ্রেপ্তার হওয়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার গভীর রাতে তারকেশ্বরের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে গোঘাট থানার পুলিশ। রবিবার সকালে ধৃত পঞ্চায়েত প্রধানকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে আদালত চত্বরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই কামারপুকুর অঞ্চলে তোলাবাজি, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো, মারধর, হুমকি দেওয়া এবং বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল পঞ্চায়েত প্রধান রাজদ্বীপ দে-র বিরুদ্ধে। পাশাপাশি সরকারি তহবিল এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তহবিল থেকে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার আত্মসাৎ ও অপব্যবহার। নির্বাচন-পরবর্তী অস্থিরতার সময় ব্যক্তিদের উপর হামলা এবং বাড়িঘরের ক্ষতিসাধনের অভিযোগ। এলাকায় তৃণমূলের প্রভাব খাটিয়ে একাধিক বেআইনি কার্যকলাপ চালানো হচ্ছিল। ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই তিনি গা-ঢাকা দিয়েছিলেন বলে দাবি পুলিশের। অবশেষে শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে। এই ঘটনায় গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দিগার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এখন তদন্তের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা সামনে আসবে। আইন আইনের পথে চলবে।' এদিকে গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত দিগার তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'তৃণমূলের আমলে গোটা এলাকায় সন্ত্রাস, দুর্নীতি আর তোলাবাজির রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। এখন একের পর এক দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। মানুষের জবাব ভোটে দিয়ে দিয়েছে। প্রশাসনের উচিত নিরপেক্ষ তদন্ত করে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত সকলকে গ্রেপ্তার করা।' রাজদ্বীপ দে-র গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে কামারপুকুর এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলছিল একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী। ফলে এই গ্রেপ্তারের ঘটনায় অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

মন্ত্রীর কাছে কম্পিউটর শিক্ষকদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'আমাদের বাঁচান, সমকাজে সম বেতন, উৎসব ভাতা ও কাজের নিশ্চয়তা দিন।' এভাবেই শনিবার খাতড়া, রানিবাঁধ ও হিড়বাঁধ ব্লকের কম্পিউটার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবেদন জানাতে দেখা যায় রাজ্যের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর কাছে। শনিবার খাতড়ার রাজ্য সরকারি গুরুসদয় মঞ্চে এই তিন মহকুমার কম্পিউটার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্ষুদিরামবাবুকে সম্বর্ধনা জানান ও একটি ডেপুটেশন কপি তাঁর হাতে তুলে দেন। এই আইসিডি কম্পিউটর শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংগঠনের জেলা সম্পাদক অভয় চক্রবর্তী জানান, যে প্রতিটি স্কুলে পঞ্চম থেকে ১০ শ্রেনির ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটর শেখানোর জন্য একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকা রয়েছেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আধুনিক কম্পিউটর বিদ্যা শেখান। তারা একাজের জন্য ৮০০০ টাকা মাইনে পান অথচ সমকাজের জন্য অন্যেরা অনেক টাকা মাইনে, উৎসাহ ভাতা ও কর্ম সুনিশ্চিয়তা রয়েছে। রাজ্যে মোট ৭টি পর্যায়ে কম্পিউটর শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়। প্রথম ৫টি পর্যায়ে যেসব শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু জানান, তিনি স্মারক লিপি পেয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এবিষয়ে যোগাযোগ করবেন।

বালুরঘাটে জেলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিবদেন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্রীড়াঙ্গনে দাবার প্রসার ও নতুন প্রতিভা অন্বেষণে বিশেষ উদ্যোগ নিল জেলা দাবা সংস্থা। রবিবার বালুরঘাটের বালুছায়া অডিটোরিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হল 'তৃতীয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬'। সারা বাংলা দাবা সংস্থার অনুমোদনে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় একশো জন প্রতিযোগী অংশ নেন।এবারের প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-৯, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯ এবং ওপেন এই মোট ছয়টি বিভাগে সুইস লিগ পদ্ধতিতে খেলা পরিচালিত হয়। জেলা স্তরে বাছাইয়ের পর সেরা খেলোয়াড়রা আগামীতে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। সংস্থার সম্পাদক শান্তনু ঘোষ জানান, 'হিলি থেকে কুমারগঞ্জ, জেলার প্রতিটি ব্লক থেকেই খেলোয়াড়রা এই চ্যাম্পিয়নশিপে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন।'জেলায় দাবার এই জোয়ার প্রসঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা দাবা সংস্থার সভাপতি অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এক সময় জেলায় দাবার কোনও উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। তবে গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়ার সহযোগিতায় একটি মজবুত সংগঠন গড়ে তুলে গত চার বছর ধরে নিরন্তর কাজ করা হচ্ছে। বর্তমানে জেলার

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিভাবান দাবাড়ুরা উঠে আসছে এবং আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেলা থেকে বেশ কিছু বিশ্বমানের প্লেয়ার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।'তিনি আরও জানান, কলকাতা থেকে দক্ষ প্রশিক্ষকরা এসে বালুরঘাটে নিয়মিত প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করছেন। জেলার প্রতিভাবান দাবাড়ুদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়াই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বোলপুরের মালতী তন্তুবাই

রাজনীতির মাশুলে স্বামীহারা এক নারীর দীর্ঘ পাঁচ বছরের লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: 'পরিবর্তন চাইছিলাম, ভেবেছিলাম একটু ভালোভাবে বাঁচতে পারব। কিন্তু রাজনীতিতে এসে সব হারাতে হবে, তা কখনও ভাবিনি।' কথাগুলো বলতে বলতেই বারবার ভেঙে পড়ছিলেন বোলপুরের বাসিন্দা মালতী তন্তুবাই।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় বোলপুরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলেন মালতী। তাঁর দাবি, সেই সময় এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই বিজেপির হয়ে দেওয়াল লিখনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁর স্বামী সঞ্জয় তন্তুবাইও। আর সেই ঘটনাকেই কেন্দ্র করে পরবর্তীতে তাঁদের পরিবারের উপর নেমে আসে চরম

দুর্দশা। মালতীর অভিযোগ, নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হওয়ার পর স্থানীয় কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর স্বামীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। বলা হয়েছিল, 'ঝামেলা মিটিয়ে দেওয়া হবে।' এরপর একটি দোকানের শাটার বন্ধ করে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। কাঠের চেয়ার ও লোহার রড দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। মালতীর কথায়, 'ও বাড়ি ফিরে কিছু বলেনি। পরে রক্তবমি শুরু হয়। এক মাসের মধ্যেই ও মারা যায়।' ২০২১ সালের ৩ জুন মৃত্যু হয় সঞ্জয় তন্তুবাইয়ের। ঘটনার পর থেকে কার্যত একাই সংসারের হাল ধরেছেন মালতী। বর্তমানে লোকের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালান তিনি ও তাঁর বৃদ্ধ শাশুড়ি। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একজনের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়েকে নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে তাঁর। মালতী জানান, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় থাকার কারণেই তাঁদের উপর একসময় সামাজিক বয়কট পর্যন্ত করা হয়েছিল। পাড়ায় জল তুলতে গেলেও বাধা দেওয়া হত বলে অভিযোগ তাঁর। কেউ কথা বললেও হুমকি দেওয়া হত। 'আমাদের সঙ্গে কেউ কথা বলত না। জল পর্যন্ত নিতে দিত না। বাড়ির বাইরে বের হতেও ভয় লাগত।' তাঁর আরও অভিযোগ, সেই কঠিন সময়ে রাজনৈতিক দলের তরফ থেকেও বিশেষ সাহায্য পাননি। 'কেউ খোঁজও নেয়নি কিভাবে সংসার চলছে।' আক্ষেপ মালতীর। তবে এত কিছুর পরেও রাজনীতি ছাড়েননি তিনি। কারণ হিসেবে তুলে ধরেন মৃত স্বামীর শেষ ইচ্ছার কথা। মালতির কথায়, 'ও বলেছিল, আমি যদি মরে যাই তুই দল ছাড়বি না। তাই আজও সব অত্যাচার সহ্য করেও দলের কাজ করে যাচ্ছি।' সম্প্রতি রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে অনেকেই আনন্দে মেতে উঠলেও মালতীর মন থেকে মুছে যায়নি অতীতের সেই স্মৃতি। তিনি বলেন, 'সবাই আনন্দ করছে। কিন্তু আমার চোখে এখনও সেই অত্যাচারের দিনগুলো ভাসে। আনন্দটা অনুভব করতে পারছি না।' প্রতিশোধের প্রশ্নে মালতীর উত্তর, 'রাগ আছে, কষ্টও আছে। কিন্তু আমার একটা মেয়ে আছে। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে আর কিছু করতে চাই না। আমি চাই না আর কোনও মহিলা এই ধরনের অত্যাচারের শিকার হোক।' বর্তমানে বোলপুরের এই নারী নিজের লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই অন্য মহিলাদের পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন।

ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তায় মনুষ্য ভ্রমের অবসান, দাবি শিক্ষামন্ত্রক সচিবের

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির মূল্যায়ন ও ফলপ্রকাশ নিয়ে পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের উদ্বেগের মধ্যে রবিবার সাংবাদিক বৈঠক করে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নির্ভুল ব্যবস্থার দাবি করলেন শিক্ষামন্ত্রকের অধীন স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগের সচিব সঞ্জয় কুমার। তিনি জানান, ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালুর ফলে নম্বর গণনায় মনুষ্য ভ্রম এখন সম্পূর্ণ ভাবে দূর করা সম্ভব হয়েছে।

এদিন সঞ্জয় কুমার বলেন, এ বার মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও নির্ভুল করতে 'অন-স্ক্রিন মার্কিং' পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থীদের মোট ৯৮ লক্ষ উত্তরপত্র স্ক্যান করে তার পিডিএফ কপি তৈরি করা হয় এবং সেই ডিজিটাল কপির ভিত্তিতেই মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, পুরো স্ক্যানিং প্রক্রিয়ায় ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছিল। এর ফলে নম্বর গণনার ক্ষেত্রে মনুষ্য ভ্রমের সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়েছে। নতুন ব্যবস্থার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছিল বলে জানান তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে সঞ্জয় কুমার বলেন, শিক্ষামন্ত্রক ও সিবিএসইর কাছে পড়ুয়াদের স্বার্থ সর্বাগ্রে। তাই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত করতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্বার্থও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। তিনি জানান, স্ক্যানিং চলাকালীন প্রায় ১৩ হাজার উত্তরপত্রে দেখা যায়, পরীক্ষার্থীরা খুব হালকা রঙের কালি ব্যবহার করেছিল। ফলে একাধিকবার স্ক্যান করার পরেও কিছু অংশ অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছিল।

এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ করে ওই ১৩ হাজার উত্তরপত্রকে ডিজিটাল মূল্যায়ন প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করে। পরে শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়ে সেগুলি প্রচলিত পদ্ধতিতে হাতে পরীক্ষা করানো হয় এবং তার পরেই নম্বর নথিভুক্ত করা হয়, যাতে কোনও পড়ুয়ার ক্ষতি না-হয়। শিক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, অন-স্ক্রিন মার্কিং পদ্ধতিতে মূল্যায়ন সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে করা হয়েছে এবং নিরাপত্তার প্রতিটি স্তরে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে পড়ুয়ারা নিশ্চিন্তে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে পারবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ডিজেলের অভাবে থমকে দান্তেওয়াড়ায় লৌহ আকরিক পরিবহণ, দাঁড়িয়ে ১৬০০ ট্রাক

দান্তেওয়াড়া, ১৭ মে: ডিজেলের তীব্র সংকটে কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়েছে ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলার এনএমডিসি বেলাডিলা লৌহ আকরিক প্রকল্পের পরিবহণ ব্যবস্থা। কিরন্দুল ও বাচেলি এলাকায় গত দু'দিন ধরে ডিজেলের অভাবে প্রায় ১৬০০টি ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফলে লৌহ আকরিক পরিবহণ সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে। প্রশাসন ডিজেলের ঘাটতির কথা স্বীকার করলেও দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে দাবি করেছে।

কিরন্দুল ও বাচেলি খনিতে ট্রাকে লৌহ আকরিক বোঝাই করা হলেও ডিজেল না থাকায় যানবাহন রওনা দিতে পারছে না। দেশের অন্যতম বৃহৎ লৌহ আকরিক খনি হিসেবে পরিচিত এনএমডিসি-র এই প্রকল্প থেকে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টন আকরিক রায়পুর, বিলাসপুর, রায়গড় ও বিশাখাপত্তনমে পাঠানো হয়। বর্তমানে ট্রান্সপোর্ট নগরী ও রাস্তার ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শত শত ট্রাক।

জেলার ১৯টি পেট্রোল পাম্পের মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে সীমিত পরিমাণে ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে। ডিজেল নিতে ট্রাক, ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য যানবাহনের দীর্ঘ লাইন পড়েছে। বহুক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার পরও খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে চালকদের। গত দু'দিন ধরে ডিজেলের অভাবে লৌহ আকরিক পরিবহণ কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে।

রবিবার বেলাডিলা ট্রাক ইউনিয়ন ও বস্তার পরিবহণ সংঘের দাবি, দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে কোটি টাকার ক্ষতির মুখে পড়তে হবে পরিবহণ ব্যবসাকে। পরিবহণ এর সঙ্গে যুক্তদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত ডিজেল না-থাকায় সময়মতো জিনিস পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় ৩০০ কিলোমিটারের পথে ৪-৫টি পেট্রোল পাম্পে লাইন দিয়ে ডিজেল তুলতে হচ্ছে, এতে সময়ও নষ্ট হচ্ছে।

ডিজেল সংকটের প্রভাব পড়েছে কৃষিক্ষেত্রেও। খরিফ মরসুমের আগে ট্র্যাক্টর নিয়ে পাম্পে পাম্পে ঘুরছেন কৃষকেরা। তাঁদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত ডিজেল না পাওয়ায় জমিতে চাষ ও বীজ বপনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বস্তার পরিবহণ সংঘের সভাপতি প্রদীপ পাঠক বলেন, 'আরও কয়েকদিন এই পরিস্থিতি চললে পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলির পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে।'

পেট্রোল পাম্প মালিক রাজেন্দ্র পাণ্ডের দাবি, নিয়মিত জ্বালানি সরবরাহ না হওয়াতেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। যতটুকু জ্বালানি পাওয়া যাচ্ছে, তা সীমিত পরিমাণে গ্রাহকদের দেওয়া হচ্ছে। দান্তেওয়াড়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজেশ পাত্রে জানান, জেলার কয়েকটি এলাকায় ডিজেলের ঘাটতি ছিল। ইতিমধ্যেই সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং কিরন্দুল এলাকাতেও দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে প্রশাসনের আশা।

নেপালে চিনির সংকট হবে না, ভোক্তাদের আশ্বাস শিল্প সমিতির

কাঠমাণ্ডু, ১৭ মে: ভারতে চিনির রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নেপালের চিনি শিল্প সমিতি জানিয়েছে, দেশে চিনির কোনও সংকট হবে না। শনিবার এক বিবৃতিতে সংগঠনটি জানায়, নেপালে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিনির মজুত রয়েছে, তাই ভোক্তাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।

চিনি শিল্প সমিতির তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে পরিচালিত ১৩টি চিনি কারখানা থেকে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার ৮৭০ টন চিনি উৎপাদন হয়েছে। এর মধ্যে ২৮ বৈশাখ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে কারখানাগুলোর কাছে প্রায় ১ লাখ ৮ হাজার টন চিনি মজুত রয়েছে। শিল্প সমিতি আরও জানিয়েছে, ব্যবসায়ীদের কাছে প্রায় ২০ হাজার টন চিনি মজুত রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরে আমদানি করা আরও ৬০ থেকে ৭০ হাজার টন চিনি বাজারে উপলব্ধ রয়েছে। এছাড়া খোলা সীমান্ত দিয়ে চিনি আমদানি অব্যাহত থাকায় আগামী ক্রাশিং সিজন পর্যন্ত দেশে পর্যাপ্ত সরবরাহ বজায় থাকবে বলে দাবি করা হয়েছে।

সংগঠনটি জানিয়েছে, পর্যাপ্ত মজুত থাকার কারণে আপাতত কারখানা পর্যায়ে চিনির দামে বড় কোনও পরিবর্তন আসবে না। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশে পর্যাপ্ত চিনি মজুত থাকায় তৎক্ষণাৎ দামের কোনও বৃদ্ধি হবে না।

বিজয়কে নিয়ে কোনও ঈর্ষা নেই, স্পষ্ট জানালেন রজনীকান্ত

চেন্নাই, ১৭ মে: মুখ্যমন্ত্রী বিজয়কে নিয়ে তাঁর কোনও ঈর্ষা নেই বলে জানালেন অভিনেতা রজনীকান্ত। রবিবাসরীয় সকালে আচমকাই সাংবাদিক সম্মেলন করেন তামিল সুপারস্টার রজনীকান্ত। আর সেই সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বিজয়কে নিয়ে অদ্ভুত মন্তব্য করেন তিনি। রজনীকান্ত বলেন, 'বিজয় মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুনে আমি অত্যন্ত হতবাক হয়েছিলাম। আমি রাজনীতিতে নেই, অনেক দিন হল আমি রাজনীতি থেকে সরে এসেছি। বিজয় এবং আমার মধ্যে ২৮ বছরের বয়সের পার্থক্য। এখানে, বিজয় দু'টি প্রধান দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।'

রজনীকান্ত বলেন, 'সমালোচনা ছিল যে, আমি বিজয়কে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া থেকে আটকাতে গিয়েছিলাম। কেউ কেউ এও বলছেন, আমি এআইএডিএমকে এবং ডিএমকে একীভূত করার জন্য আলোচনা করেছিলাম। বিজয় জেতার মুহূর্তেই, আমি সেই তারিখে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে পোস্ট করেছিলাম। আমি আর রাজনীতিতে নেই। আমি রাজনীতি থেকে সরে এসেছি।' তিনি আরও বলেন, 'যখন আমি রাজনীতিতে নেই, তখন বিজয়ের প্রতি আমার ঈর্ষা হবে কেন? হয়তো কমল হাসান মুখ্যমন্ত্রী হলে আমার ঈর্ষা হতো, কিন্তু তারপরেও আমার মনে হয় না আমি ঈর্ষান্বিত হতাম। বিজয় এবং আমার মধ্যে বয়সের পার্থক্য রয়েছে। বিজয় এবং আমার মধ্যে তুলনা করা হলে তা আমাদের দুজনের কারওর জন্যই ভালো নয়। বিজয় এমজিআর এবং এনটিআর যা অর্জন করেছেন তার চেয়েও বেশি কিছু অর্জন করেছেন। তিনি অল্প বয়সে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি দু'টি প্রধান দলের বিরুদ্ধে এককভাবে জয়ী হয়েছেন। এ নিয়ে আমার কোনও ঈর্ষা হয় না। বরং আমি আনন্দিত এবং বিস্মিত। বিজয়ের প্রতি মানুষের অনেক প্রত্যাশা। তাঁর উচিত মানুষের সঙ্গে দেখা করা এবং তাদের জন্য ভালো কিছু করা। আমি বিশ্বাস করি তিনি ভালো কাজই করবেন।'

রজনীকান্ত বলেন, 'নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাকে নিয়ে অনেক সমালোচনা করা হচ্ছে বলেই আমি এই সাংবাদিক সম্মেলন করছি। আমি যদি সেগুলোর জবাব না দিই, তা হলে সেগুলোই সত্যি বলে মেনে নেওয়া হবে। নির্বাচনের ফলাফলের পর আমি এম কে স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আর সেটাই সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের বন্ধুত্ব রাজনীতির ঊর্ধ্বে। কুলাথুরে এম কে স্ট্যালিন পরাজিত হওয়ায় আমি দুঃখ পেয়েছিলাম। রজনী কোনও সস্তা বা নিম্নমানের ব্যক্তি নন যে অন্য কোনও বিষয়ে অহেতুক কথা বলবেন। মুখ্যমন্ত্রী জেতার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম।'

ইয়াদাদ্রি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে আগুন, ক্ষতিগ্রস্ত যন্ত্রাংশ

হায়দরাবাদ, ১৭ মে: তেলঙ্গানার নালগোন্ডা জেলার ইয়াদাদ্রি আল্ট্রা মেগা থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে রবিবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। কর্মীদের তৎপরতায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে তেলঙ্গানা পাওয়ার জেনারেশন কর্পোরেশন।জানা গিয়েছে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-৩ এলাকায় টারবাইনচালিত বয়লার ফিড পাম্পের কাছে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন লাগতেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত কর্মী ও আধিকারিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তাঁরা দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যান। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, পাম্পে লুব্রিকেশন অয়েল লিক হওয়ার জেরেই আগুন লাগে। তেলের লিকেজের ফলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরে ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কর্মীদের তৎপরতায় টারবাইন ও বয়লার-সহ মূল পরিকাঠামো বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের।

হিমালয়ের উদ্দেশে রওনা রুদ্রনাথের দেবডোলি, ১৮ মে খুলবে মন্দিরের দ্বার

দেরাদুন, ১৭ মে: উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অবস্থিত পঞ্চকেদারের চতুর্থ কেদার ভগবান রুদ্রনাথের চলমান বিগ্রহের দেবডোলি রবিবার শীতকালীন আবাস গোপেশ্বরের গোপীনাথ মন্দির থেকে মধ্য হিমালয়ে অবস্থিত রুদ্রনাথ মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দিল।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হরিশ ভট্ট জানান, বৈদিক রীতি ও প্রথা মেনে সোমবার ১৮ মে মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মকালের জন্য রুদ্রনাথ মন্দিরের দ্বার খুলে দেওয়া হবে। এরপর থেকেই ভক্তরা ভগবান রুদ্রনাথের একানন রূপের দর্শন ও পুজো করার সুযোগ পাবেন। দ্বার খোলার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে রবিবার গোপীনাথ মন্দিরে বিশেষ পুজো ও আচার সম্পন্ন হয়। পুজোর পর ভগবান রুদ্রনাথের দেবডোলি ভক্তদের জয়ধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি এবং সেনাবাহিনীর ব্যান্ডের সুরের মধ্যে দিয়ে মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ভারত সিং চৌধুরি, কর্ণপ্রয়াগের বিধায়ক অনিল নৌটিয়াল, থরালির বিধায়ক ভূপাল রাম, প্রতিমন্ত্রী হরক সিং, জেলা পরিষদের সভাপতি দৌলত সিং বিস্ত, পুরসভার সভাপতি সন্দীপ রাওয়াত, বিজেপি জেলা সভাপতি গজপাল বর্তওয়াল, সাধারণ সম্পাদক অরুণ মৈঠাণী, বিনোদ কানবাসি, মন্দির কমিটির সভাপতি মনোজ ভট্ট, জেলাশাসক গৌরব কুমার, পুলিশ সুপার সুরজিৎ সিং পাঁওয়ার-সহ বিপুল সংখ্যক ভক্ত।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER FOR
Supply of Intense Pulsed Light for Dermatology Dept. at CMSDH, Kamarhati, Kol – 58. NIT No: **CMSDH-01/2026-27 (2nd CALL).** Some corrigendum has been made against above noted e- tender for Supply of Intense Pulsed Light for Dermatology Dept. at CMSDH, Kamarhati, Kol – 58. For details, please visit www.wbtenders.gov.in www.wbhealth.gov.in
Sd/- MSVP, CMSDH, Kamarhati
ICA- T7961(1)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector- V, Salt Lake, Kol-91
Notice Inviting e-Tender No. WEBEL/EOT/W/26-27/000015, Dated 12.05.2026
Name of work: Repair of Main Gates, fixing of damaged tiles & water-proofing at Roof of SDF Building. TOTAL ESTIMATED COST: Rs. 2,34,114.86 Inclu. GST
Due date of Submission: 7 days from publication.
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in For details or contact: 9432137382
ICA- T7989(1)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27 /000021, Dated : 13-05-2026
Name of work : Construction of New Vat at Taratala Complex.
Value of Work : Rs 3,35,844.06/- (Approx.)
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact : 9619898448
ICA- T7968(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
THE WEST BENGAL UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
DD-36, Sector-I, Salt Lake, Kolkata - 700064
Official website: https://www.wbuhs.ac.in
Phone (EPBX): 2321-3461
NOTICE INVITING E-TENDER
E-Tender is invited for Engagement of Facility Management Service Agency (2nd Call) in the West Bengal University of Health Sciences. The last date of submission of bid online is 18/06/2026. Documents can be downloaded from the website https://wbtenders.gov.in & https://wbuhs.ac.in from 20/05/2026.
Sd/- Registrar.
ICA- T7966(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting Tender
e-NIT invited by the AE/SDO, North canals E & M Sub-Division, I&WD, Rampurhat for 02 no. work. e-NIT No-WBIW/AE/NCEMSD/e-NIT- 01/26-27, .(Tender ID- 2026_IWD_1024301_1). (Tender ID- 2026_IWD_1024301_2). Last date of bid submission: 27/05/2026. Detailed e-NIT may be seen at www.wbiwd.gov.in, www.wbtenders.gov.in Sd/- AE/SDO, North Canals E & M Sub-Dvn., Rampurhat, Birbhum
ICA- T7984(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED EOI NOTICE
WBIW/EE/MED/EOI-01/2026-27
On behalf of the Governor of West Bengal, online EOI is invited by the undersigned for 01 (One) no. of work under Metropolitan Electrical Division, I & W Dte., Govt. of West Bengal. Bid Submission End Date: 02.06.2026 at 15:00 PM Other details will be available from the notice board of office of the undersigned on working days and also from website www.wbiwd.gov.in and https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer, Metropolitan Electrical Division Jalasampad Bhawan (4th floor) Bidhannagar, Salt Lake City, Kolkata-91. Mobile No-9476155032.
ICA- T7981(3)/2026

নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে কেন্দ্রকে নিশানা রাহুল গান্ধির

নয়াদিল্লি, ১৭ মে: নিট ২০২৬ পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে একাধিক প্রশ্ন তোলেন এবং শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও সরব হন।

রাহুল গান্ধি তাঁর পোস্টে অভিযোগ করে ২০২৪ এবং ২০২৬ সালের নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের ঘটনার তুলনা টেনে লেখেন, এনিট ২০২৪-এ প্রশ্নফাঁস হয়েছিল, কিন্তু পরীক্ষা বাতিল হয়নি। মন্ত্রী ইস্তফা দেননি। সিবিআই তদন্ত শুরু করেছিল এবং একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। নিট ২০২৬-এও প্রশ্নফাঁস হয়েছে, পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, কিন্তু মন্ত্রী এখনও ইস্তফা দেননি। আবার সিবিআই তদন্ত করছে এবং আরও একটি কমিটি গঠন হবে।দ

এরপরই প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'বারবার প্রশ্নফাঁস কেন হচ্ছে? 'পরীক্ষা পে চর্চা' নিয়ে বারবার আপনি নীরব কেন? এবং বারবার ব্যর্থ হওয়া শিক্ষামন্ত্রীকে এখনও বরখাস্ত করা হচ্ছে না কেন?' কংগ্রেস নেতা দাবি করেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছে। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের নিট পরীক্ষাকে ঘিরে একাধিক অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ ওঠার পর কেন্দ্রীয় সরকার পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। ঘটনার তদন্তভার সিবিআইর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গোটা পরীক্ষাপদ্ধতি খতিয়ে দেখতে নতুন কমিটি গঠনের কথাও জানানো হয়েছে।

ময়দান

নাইটদের চিন্তা বাড়িয়ে ফের চোটে শ্রীলঙ্কার গতিতারকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৮ কোটি টাকার বিশাল অঙ্ক খরচ করে শ্রীলঙ্কার তরুণ পেসার মাথিশা পাথিরানাকে দলে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই বিনিয়োগের পূর্ণ সুফল পায়নি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। চোটের কারণে আইপিএলের শুরু থেকেই দলের বাইরে ছিলেন তিনি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চলাকালীন পাওয়া পুরনো চোট সারিয়ে অনেক অপেক্ষার পর অবশেষে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে মাঠে নামেন পাথিরানা। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের ম্যাচও সুখের হল না। মাত্র ৮ বল করার পরই আবার চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হলেন শ্রীলঙ্কার এই জোরে বোলার। শনিবার ইডেন গার্ডেন্সে গুজরাটের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে নামানো হয় পাথিরানাকে। দীর্ঘদিন ধরে খারাপ ফর্মে থাকা বৈভব অরোরাকে বাদ দিয়ে তাঁকে সুযোগ দেয় কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। প্রত্যাশা ছিল, তাঁর গতির ঝড়ে গুজরাট ব্যাটিং চাপে পড়বে। কিন্তু শুরু থেকেই পুরো ছন্দে দেখা যায়নি তাঁকে। প্রথম ওভারে ১.২ ওভার বল করে দু'টি ওয়াইড-সহ ৯ রান দেন তিনি। নিজের অষ্টম বল করার পরই অস্বস্তিতে পড়েন পাথিরানা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাঁকে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়।

প্রথম ওভারের পরই মাঠে ঢুকে কেকেআরের ফিজিয়ো তাঁর শুশ্রূষা করেন। কিছুটা বিশ্রামের পর আবার দ্বিতীয় ওভার করতে এলেও মাত্র দু'টি বল করার পর আর চালিয়ে যেতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মাঠের বাইরে চলে যান। জানা গিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় পায়ের যে পেশিতে চোট পেয়েছিলেন, সেই জায়গাতেই আবার সমস্যা দেখা দিয়েছে। কয়েক দিন আগেই কেকেআরের সহকারী কোচ শেন ওয়াটসন জানিয়েছিলেন, পাথিরানার ফিটনেস নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেই। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের মেডিক্যাল পরীক্ষাতেও পাশ করেছিলেন তিনি। সেই কারণেই আইপিএলে খেলার অনুমতি পেয়েছিলেন। কিন্তু মাঠে নেমেই ফের চোট পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন কেকেআর শিবির।

এই চোট কতটা গুরুতর, তা এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে জানানো হয়নি। তবে লিগ পর্বের একেবারে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ধাক্কা কেকেআরের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্লে-অফের লড়াইয়ে টিকে থাকতে গেলে বাকি প্রতিটি ম্যাচ জিততেই হবে অজিঙ্ক রাহানের দলকে। সামনে রয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে কঠিন দুই ম্যাচ। দিল্লির এখনও প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অক্ষর পটেলদের দল মরিয়া হয়ে নামবে। অন্যদিকে মুম্বইয়ের আর সুযোগ না থাকলেও রোহিত শর্মা ও সূর্যকুমার যাদবদের মতো ক্রিকেটাররা মরসুম শেষ করতে চাইবেন জয়ের মধ্য দিয়ে। ফলে কেকেআরের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। তার মধ্যেই পাথিরানার নতুন চোট দলের বোলিং আক্রমণকে আরও দুর্বল করে দিল। প্লে-অফের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে এখন দ্রুত সমাধান খুঁজতেই হবে নাইট শিবিরকে।

প্রয়াত লিয়েন্ডারের মা জেনিফার পেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রীড়াজগতে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া। প্রয়াত হলেন দেশের প্রাক্তন বাস্কেটবল খেলোয়াড় জেনিফার পেজ। রবিবার সকালে ৭২ বছর বয়সে ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। কয়েক মাস আগেই প্রয়াত হয়েছেন তাঁর স্বামী ও ভারতের প্রাক্তন হকি তারকা ভেস পেজ। অল্প সময়ের ব্যবধানে বাবা-মা দু'জনকেই হারালেন দেশের কিংবদন্তি টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ।

১৯৭২ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতের বাস্কেটবল দলের সদস্য ছিলেন জেনিফার। পরে ১৯৮২ সালে এশীয় প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। দেশের মহিলা বাস্কেটবলের উন্নতিতে তাঁর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ক্রীড়ামহলের অনেকে।

পেজ পরিবার ভারতীয় ক্রীড়ার ইতিহাসে বিশেষ জায়গা দখল করে রয়েছে। জেনিফার, তাঁর স্বামী ভেস এবং ছেলে লিয়েন্ডার, তিন জনই অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভারতে এমন নজির অত্যন্ত বিরল। জেনিফারের আরও একটি বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের বংশধর। ক্রীড়া ও সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধনের প্রতীক ছিল তাঁদের পরিবার। জেনিফারের প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দেশের ক্রীড়ামহলে।

কোহলি-ভেঙ্কটেশ ঝড়ে প্লে-অফ নিশ্চিত বেঙ্গালুরুর! পঞ্জাবের হারায় সুবিধা কেকেআরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একসময় টানা সাত ম্যাচ অপরাজিত থেকে এবারের আইপিএলে দুরন্ত সূচনা করেছিল পাঞ্জাব কিংস। কিন্তু মরসুম যত এগিয়েছে, ততই ছন্দ হারিয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের দল। প্রায় এক মাস আগে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে রান পাহাড় টপকে জয়ের পর আর কোনও ম্যাচ জিততে পারেনি তারা। শনিবার সেই ব্যর্থতার তালিকায় নতুন সংযোজন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ২৩ রানের হার। এই নিয়ে টানা ছয় ম্যাচ হেরে কার্যত চাপে পড়ে গেল পাঞ্জাবের প্লে-অফের স্বপ্ন। ধরমশালায় টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পাঞ্জাব অধিনায়ক শ্রেয়স। শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি বেঙ্গালুরুরও। ওপেনার জেকব বেথেল দ্রুত ফিরলেও অপর প্রান্তে আবারও নির্ভরযোগ্য ব্যাটিং করলেন বিরাট কোহলি। অভিজ্ঞ এই তারকা ৩৭ বলে ৫৮ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন। তাঁর ব্যাট থেকে আসে চারটি চার ও তিনটি ছক্কা। দেবদত্ত পাড়িক্কলও আক্রমণাত্মক মেজাজে ২৫ বলে ৪৫ রান করেন। তবে বেঙ্গালুরুর ইনিংসের আসল আকর্ষণ ছিলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। চোটের কারণে অধিনায়ক রজত পাতিদার না থাকায় সুযোগ পেয়েই নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিলেন প্রাক্তন কলকাতা তারকা। ৪০ বলে ৭৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে তিনি আটটি চার ও চারটি ছক্কা মারেন। শেষদিকে টিম ডেভিড মাত্র ১২ বলে ২৮ রান যোগ করায় নির্ধারিত ওভারে ২২২ রানের বড় স্কোর দাঁড় করায় বেঙ্গালুরু।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

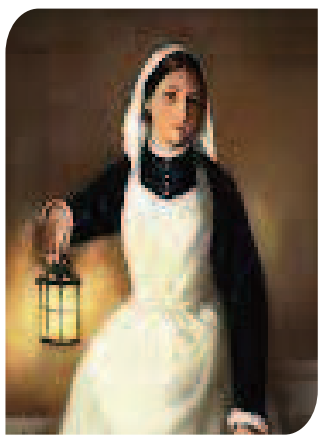

আরোগ্য

সোমবার • ১৮ মে ২০২৬ • পেজ ৮

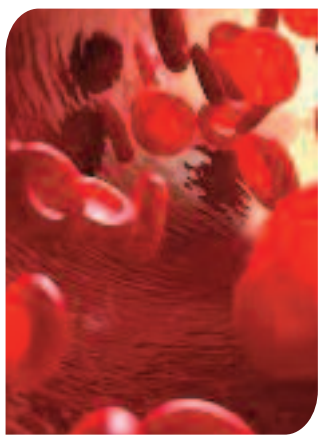

থ্যালাসেমিয়া

রয়েছে সচেতনতার অভাব

ডা.আবু তাহের

ভারতবর্ষের হাজার হাজার বাচ্চা জন্মগত ভাবে এমন একটি রোগ নিয়ে জন্মায় যা তাদের জীবনে অসহনীয় দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় মাঝেমাঝে।বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান কিংবা একাধিক সন্তানের একজন ,তাকে হয়তো বাবা মা অবহেলা বা অবজ্ঞা করে না কিন্তু এমন প্রত্যন্ত অঞ্চল আছে যেখানে সচেতনতার অভাব রয়েছে যথেষ্ট। হাসপাতালে নিয়মিত আসতে হয়,বাবাকে বাইরে রোজগারের তাড়নায় কাটাতে হয় মাসের পর মাস , বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মায়েরাই নিয়ে আসে সন্তানদের হাসপাতালে। কখনো কখনো হাসপাতালে রক্তের ঘাটতি দেখা দিলে বাইরে থেকে পয়সা খরচ করেও রক্ত কিনতে হয়।দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে অনেকসময় সংসারের রোজগারের টাকাও খোয়াতে হয় যথেষ্ট। বাচ্চা জানে হাসপাতালে আসলেই তার ভোগান্তির শেষ নেই।হাত ফুটিয়ে ফুটিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন আর ভয়ার্ত। কান্না জুড়ে দেয়। কিন্তু কিছু করার নেই তাকে যে বাঁচতে হবে, জীবন সংগ্রামে হেরে গেলে চলবে না।আর পাঁচটা বাচ্চার থেকে তাকে একটু আলাদা মনে হলেও তার বোঝার শক্তি কিন্তু যথেষ্ট।সে জানে খুঁটিনাটি, হাসপাতালে আসলে কী কী করতে হয় সবই তার মুখস্থ হয়ে গেছে। তীব্র অনীহা সত্বেও মায়ের চোখের জল আর বাচ্চার চিৎকার উপেক্ষা করেই রক্ত দেওয়ার জন্য হাত ফুটিয়ে চ্যানেল করতে হয়। কখনো কখনো একাধিক বার ফোটানোর ফলে শিরাগুলো ঠিকমতো পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে একাধিক বার ফোটানোর ফলে বাচ্চার মনে যন্ত্রণা বোধ থেকে একপ্রকার ভীতির সৃষ্টি হয়। হাসপাতালের নাম শুনলেই তখন সে আঁতকে ওঠে। আবার শিরা ফোটানো, আবার ব্যথার চোটে কান্না। কিন্তু মাস গেলেই একবার করে আসতে হয় হাসপাতাল। এতক্ষণে সবাই জেনে গেছেন কী এই রোগ। থ্যালাসেমিয়া।আজ বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস।

চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ের গভীর যাওয়ার চাইতেও এই রোগের বর্তমান প্রাসঙ্গিক ছবিটা তুলে ধরাই মনে হয় কাজের হবে। তবে তার আগে এই রোগ সমন্ধে দু-একটি কথা সংক্ষেপে জেনে নিলে সুবিধে হয়। প্রতিবছর সারা বিশ্বে প্রায় এক লক্ষের উপর শিশু থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জন্মায়। থ্যালাসেমিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অর্থাৎ টিআইএফ প্রতি বছর থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য পরিসংখ্যান পেশ করে এবং প্রতি বছর একটি বিষয় থাকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন স্বরূপ। যেমন ২০১৮ তে টিআইএফ এর মূল শ্লোগান ছিল ‘থ্যালাসেমিয়ার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং আক্রান্তের সেবা শুশ্রূষা ও অধিকার সচেতনতা।’

প্রচ্ছন্ন জিনবাহিত বংশগত রক্ত কণিকার এই রোগে অক্সিজেন পরিবহনকারী হিমোগ্লোবিন কণার উৎপাদনে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত আলফা এবং বিটা নামে দুধরনের থ্যালাসেমিয়া হলেও আলফা থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। রোগের প্রকোপ এবং তীব্রতা কিন্তু বিটা থ্যালাসেমিয়ায় অনেক বেশি। সাধারণত অবসাদগ্রস্ততা থেকে মানসিক বৈকল্য দেখা যায়।হতে পারে অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা জনিত সমস্যা থেকে ভয়াবহ অঙ্গহানি। এছাড়াও যকৃত ও প্লিহা বড় হয়ে যাওয়া,অবসাদ, দূর্বলতা, শ্বাসকষ্ট,মুখ মন্ডলের আকৃতি পাল্টে (চিকিৎসা পরিভাষায় একে থ্যালাসেমিক ফেসিস বলে) যাওয়া,পেট বড় হয়ে যাওয়া,হলদে ত্বক এবং মুখ মন্ডল, প্রস্রাবের রং হলুদ হওয়া, হৃৎপিণ্ডের নানান রোগ, সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি মারাত্মক সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।তাই বিটা থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত বাচ্চাকে এক দুই বছরের মধ্যে চিকিৎসা না করালে শিশুর মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে।তাই প্রথম এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা হল বিয়ের আগে পাত্র পাত্রীর রক্তের পরীক্ষা করানো। একদিকে যেমন রক্তবাহিত অন্যান্য রোগ যেমন হেপাটাইটিস, এইচআইভি ইত্যাদি রোগের জীবাণু পরীক্ষা করার প্রয়োজন তেমনি ভাবে রক্তের বিভাগ নির্ণয়ের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সন্তানের জীবনে কোনো ঝুঁকি রয়েছে কিনা তা চিকিৎসকের পরামর্শ মতে জেনে নেওয়া। জন্মগত এই রোগের চিকিৎসার চাইতেও জরুরি হল এর নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা। মাইনর থ্যালাসেমিয়াতে সাধারণত চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মেজর থ্যালাসেমিয়ায় নিয়মিত রক্ত সঞ্চালন একমাত্র চিকিৎসা। বারবার রক্ত সঞ্চালনের ফলে আক্রান্ত শিশুর যকৃত এবং প্লিহাতে অতিরিক্ত আয়রন জমা হতে থাকে।এটি একটি ভয়ানক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।তাই প্রয়োজনে আয়রন চিলেসান থেরাপির প্রয়োজন পড়ে যা শরীরের অতিরিক্ত আয়রন শোষণ করে বাইরে বের করে দেয়। অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন থ্যালাসেমিয়ার একটি কার্যকরী চিকিৎসা হলেও সরকারি বহু হাসপাতালে এই চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই।দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের ক্ষেত্রে এমনকি বহু মধ্যবিত্তদের আওতার বাইরে ব্যয়বহুল এই চিকিৎসা পদ্ধতি।

থ্যালাসেমিয়া একটি প্রতিরোধ যোগ্য জন্মগত রোগ,যা একটু সচেতনতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।যদি স্বামী স্ত্রী দুজনেই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হয় কিংবা একজন বাহক অন্যজন হিমোগ্লোবিন ‘ই’ এর বাহক হয় তবে নিম্নোক্ত উপায়ে সন্তানের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ হবে

- এই রোগে শতকরা ২৫ ভাগ সন্তানের মধ্যে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।
- শতকরা ৫০ ভাগ শিশু বাহক হিসেবে জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- আর বাকি ২৫ ভাগ শিশু সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যদি যেকোনো একজন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে সেক্ষেত্রে সন্তানের আক্রমণের কোনোও সম্ভাবনা নেই।তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বাচ্চা থ্যালাসেমিয়ার বাহক হিসেবে জন্ম নিতে পারে যা নিজে কোনো রোগ নয়। এক্ষেত্রে পরবর্তীকালে কোনো সম্পূর্ণ সুস্থ লিঙ্গের ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় সেই বাহকের।

এ তো গেল চিকিৎসা সংক্রান্ত দিক।এবার দেখে নেওয়া যাক আমাদের সমাজে এই শিশুদের প্রতি মনোযোগ কেমন। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত বাচ্চারা সাধারণত একটু গুটিয়ে থাকে , সামাজিক মেলামেশায় তাদের কুণ্ঠা বা অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাবা-মা বা পরিবারের সদস্যদেরই নয় পাড়া-প্রতিবেশি, স্কুলের সহপাঠী থেকে শিক্ষকদের যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। ভালোবাসার হাত তাদের মাথায় রেখে বোঝানো প্রয়োজন এ আর এমন কিছু দুর্ভোগ নয় যা তার জীবনের সব আনন্দ কেড়ে নেবে। রোগের বিষয়টা একদিকে রেখে বাচ্চার নজর ঘোরাতে হবে পড়াশোনা, খেলাধুলা আর সৃষ্টিশীল কাজের দিকে।গান বাজনা, ছবি আঁকা, নাচ, আবৃত্তি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টিশীল কাজে তাদের সদা নিয়োজিত রাখলে তারা তাদের রোগের কথা ভুলে থাকতে পারবে । সরকারি তরফে এই সমস্ত পরিবারের জন্য খরচা বাবদ কিছু তহবিল খোলা উচিত। অনেক বাবা-মাই বাচ্চার একদিকে চিকিৎসা অন্যদিকে পড়াশোনার খরচ চালাতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যান। এক্ষেত্রে সরকারি কোনো অনুদান পেলে তাদের আবছায়া জীবনে কিছুটা আশার আলো ফিরে পায়।আর তাদের প্রতি মমত্ববোধের যেন অভাব না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।একটু ভালোবাসা, আদর আর স্নেহের হাত তাদের উপরে থাকলে তারাও একদিন দেশকে, সমাজকে অনেককিছুই প্রতিদান দিয়ে সমৃদ্ধ করতে পারবে। অনেকের ভুল ধারণা রয়েছে থ্যালাসেমিয়া একটি ছোঁয়াচে রোগ। কিন্তু মনে রাখতে হবে একমাত্র বাবা মায়ের মাধ্যমেই এই রোগ সন্তানের মধ্যে আসে। এক্ষেত্রে সন্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাব, অবহেলা বা অবজ্ঞা করার কোনো কারণ নেই। গর্ভস্থ সন্তান থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত কিনা জানার জন্য কোরিওনিক ভিলাস স্যাম্পলিং,অ্যামনিওসেন্টেসিস কিংবা ফিটাল ব্লাড স্যাম্পলিং এর মতো পরীক্ষা গুলো করা হয় যদিও সেটা চিকিৎসকের পরামর্শ মতেই করা হয়।

ভারতবর্ষে থ্যালাসেমিয়া ও অন্যান্য জিনঘটিত রোগের প্রকোপ সচেতনতা এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য ‘রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম’ আরবিএসকে চালু রয়েছে।যা সারা দেশে জিনবাহিত রোগের আগাম সনাক্তকরণের এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।যার মধ্যে থ্যালাসেমিয়া অন্যতম। এই আরবিএসকে প্রকল্প ন্যাশনল হেল্‌থ মিশনের আওতায় কাজ করে। বিবাহপূর্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে। এক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে রুরাল হেল্‌থ মিশনের আওতায় থাকা স্বাস্থ্য কর্মীদের এই বিষয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সচেতন করার কথা। অবশ্য কাজের প্রচার এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কতটা হয় তা বিচার সাপেক্ষ। ন্যাশনল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন এর আওতায় থাকা জাতীয় রক্ত সঞ্চালন কমিটির নির্দেশে প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে রক্তের জোগান থাকা বাঞ্ছনীয়। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ‘প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন ২০১৬ ’’ এর আওতায় পড়ে।ভারত সরকারের প্রতিবন্ধী আইনের আওতায় তাদের আয়ের ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিভিন্ন অসরকারি সংস্থা থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত প্রাণ। সরকারি এবং বেসরকারি তরফে মানুষের মনে উপরিউক্ত সচেতনতাগুলো গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন। তবেই হয়তো আমরা একদিন থ্যালাসেমিয়া মুক্ত দেশের স্বপ্ন দেখতে পারব।

ঘরোয়া কৌশলেই নিয়ন্ত্রণে থাকবে হাই ব্লাডপ্রেশার

উচ্চ রক্তচাপ একটি নীরব ঘাতক, যা হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং কিডনির সমস্যার মতো মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। তাই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। সব সময় রক্তচাপের ওঠা-নামা রোগী নিজেও বুঝতে পারেন না। তাই এই ধরনের সমস্যা একবার দেখা দিলে পদে পদে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা আবশ্যিক। সঙ্গে মানতে হবে এমন কিছু ঘরোয়া টোটকা যাতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

১. স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস

- লবণ কমানো খাবারে লবণের পরিমাণ কমিয়ে দিন। প্রক্রিয়াজাত খাবার, ফাস্ট ফুড এবং অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।
- ফল ও সবজি প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে ফল ও সবজি খান। এগুলোতে পটাশিয়াম থাকে, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।
- কম চর্বিযুক্ত খাবার স্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার কম খান। এর পরিবর্তে অলিভ অয়েল, বাদাম এবং অ্যাভোকাডো খান।
- পর্যাপ্ত জল পান প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন, যা শরীর থেকে অতিরিক্ত সোডিয়াম বের করে দিতে সাহায্য করে।

২. নিয়মিত ব্যায়াম

- শারীরিক কার্যকলাপ সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি-তীব্রতার ব্যায়াম করুন, যেমন- দ্রুত হাঁটা, সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানো ইত্যাদি।
- যোগব্যায়াম এবং ধ্যান যোগব্যায়াম এবং ধ্যান মানসিক চাপ কমাতে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৩. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ

- পর্যাপ্ত ঘুম প্রতিদিন ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করুন।
- মানসিক চাপ কমানো মানসিক চাপ কমাতে যোগব্যায়াম, ধ্যান বা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো কৌশল অবলম্বন করুন।
- প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটানো বন্ধু এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

৪. ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ

- ধূমপান ত্যাগ ধূমপান রক্তনালীগুলোকে সংকুচিত করে এবং রক্তচাপ বাড়ায়, তাই ধূমপান ত্যাগ করা জরুরি।
- মদ্যপান সীমিত করা অতিরিক্ত মদ্যপান রক্তচাপ বাড়াতে পারে, তাই মদ্যপান বন্ধ করুন।

৫. ওজন নিয়ন্ত্রণ

- স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা রক্তচাপ বাড়াতে পারে।
- সুষম খাদ্য এবং ব্যায়াম সুষম খাদ্য গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যায়াম করে ওজন নিয়ন্ত্রণ করুন।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা

প্রদীপ মারিক

নার্সিংহল এমন একটু শব্দ যার মধ্যেই বর্ণ, ধর্ম, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির জন্য পরিষেবা প্রদানে অঙ্গীকার।ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয়।এই দিনেই বিশ্ববাসী লক্ষ লক্ষ নার্সদের সেবার প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, যারা ডাক্তারসহায়তা এবং রোগীদেই সেবা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছেন। বিশ্বে মহামারীর সময় তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতেই হয়, কারণ তারা আমাদের সামনের সারির যোদ্ধা। প্রতি বছর ১২ মে, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকীতে বিশ্বজুড়েআন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয়। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস এর সম্পদ এবং প্রমাণ তৈরি এবং বিতরণের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটিকে স্মরণ করে।২০২৪ সালের আন্তর্জাতিকনার্সেসদিবসের থিম ছিল, ‘যত্নের অর্থনৈতিক শক্তি’-এর সাফল্যের উপর ভিত্তি করে। ২০২৫ সালের থিমটি নার্সদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই থিমটি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করতে এবং বিশ্বব্যাপী সকল সম্প্রদায়ের জন্য আরও ভালো ফলাফল নিশ্চিত করতে একটি সুস্থ নার্সিং কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেয়।আন্তর্জাতিক নার্স কাউন্সিল ১৯৬৫ সাল থেকে এই দিবসটি উদযাপন করে আসছে। ১৯৫৩ সালে মার্কিন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ডরোথি সাদারল্যান্ড রাষ্ট্রপতি ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ারকে ‘নার্স দিবস’ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনি তা অনুমোদন করেননি।১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে, ১২ মে তারিখটি আধুনিক নার্সিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকী হিসেবে উদযাপনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল । প্রতি বছর, আইসিএন আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে কিট প্রস্তুত এবং বিতরণ করে। কিটটিতে সর্বত্র নার্সদের ব্যবহারের জন্য শিক্ষামূলক এবং জনসাধারণের তথ্যমূলক উপকরণ রয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে, ৮ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক জাতীয় ছাত্র নার্সেস দিবস হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল।আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে সেবার ব্রতী নার্স দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন।সাল,২০২০ বিশ্ব করোনভাইরাস মহামারীর সঙ্গে লড়াই করেছে, এই লড়াইয়ে নার্সদের অবদানকে উপেক্ষা করা যায় না । ডাক্তার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মত, নার্সরা ক্রমাগত রোগীদের যত্ন প্রদান করছেন মৃত্যু ভয় দূর করে।এই দিনটি উদযাপন শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সালে । বিখ্যাত নার্স ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিন আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে পালিত হয় । ফ্লোরেন্স ছিলেন একজন নার্সের পাশাপাশি একজন সমাজ সংস্কারক । ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময় নার্স ফ্লোরেন্স যেভাবে সেবা করেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল । তিনি দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি আহত সৈনদের পাশে দাড়িয়েছিলেন এবং তাদের সেবা করেছিলেন । ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নার্সিংকে নারীদের পেশায় পরিণত করেছিলেন।প্রতিদিন, নার্সরা হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে নীরব শক্তি, অবিচল হাত এবং করুণায় ভরা হৃদয় নিয়ে পা রাখেন। তাদের কাজ সবসময় শিরোনাম নাও হতে পারে, কিন্তু এটি রোগীর যত্নের মূল বিষয়। প্রতি বছর ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালন করা হয়, যা জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলিতে রোগীদের নিরাময়, সান্ত্বনা এবং পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে নার্সদের অমূল্য ভূমিকার একটি সময়োপযোগী স্মারক। এই দিনটি কেবল একটি উদযাপনের চেয়েও বেশি কিছু, এটি নিরাময়কারী হাত এবং নিঃস্বার্থ সেবার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের তাৎপর্য, নার্সদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং কীভাবে হাসপাতালগুলি স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা ব্যক্তিদের সমর্থন এবং সম্মান করে চলেছে তা অন্বেষণ করা খুবই প্রয়োজন। নার্স দের অবদান এই সমাজে কতটা কার্যকরী তা সহজেই অনুমেয়। কয়েক দশক ধরে, এই দিনটি কেবল একটি ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাঞ্জলিই নয়, এই দিবসএখন সচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নত কর্মপরিবেশের পক্ষে সমর্থন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে গর্ব ও উদ্দেশ্যের সাথে এই পেশা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।আন্তর্জাতিক নার্সেস কাউন্সিল (জ্জঙ্ঘঞ্চ) কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস ২০২৫ এর আনুষ্ঠানিক প্রতিপাদ্য হল, ‘আমাদের নার্সেস। আমাদের ভবিষ্যৎ। নার্সদের যত্ন নেওয়া অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।’এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, নার্সদের নিজেদের সুস্থতা, যা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়, তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে । নার্সরা অন্যদের যত্ন নেওয়ার জন্য পরিচিত হলেও, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকেও তাদের যত্ন নিতে হবে। সঠিক সহায়তা ছাড়া, এমনকি সবচেয়ে দক্ষ পেশাদাররাও ক্লান্তি, বার্নআউট এবং মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারেন।যখন নার্সদের মূল্য দেওয়া হয়, সুরক্ষিত করা হয় এবং সমর্থন দেওয়া হয়, তখন তারা আরও ভালো সেবা প্রদান করতে পারে।একটি সুস্থ নার্সিং কর্মীশক্তি শক্তিশালী হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকর সম্প্রদায় এবং আরও স্থিতিশীল অর্থনীতির দিকে পরিচালিত করে। বিশ্বজুড়ে হাসপাতাল, নীতিনির্ধারক এবং জনসাধারণকে নার্সদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানায়, কেবল রোগীর যত্ন উন্নত করার জন্যই নয়, ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করার জন্যও।নার্সরা প্রায়শই রোগীকে প্রথমে অভ্যর্থনা জানান এবং তাদের সুস্থ্য করে শেষ বিদায় জানান। তাদের কাজ ওষুধ দেওয়া বা জীবনীশক্তি পরীক্ষা করার চেয়েও অনেক বেশি বিস্তৃত, কারণ তারা নিরাময় প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে অপরিহার্য। তাদের শান্ত উপস্থিতি এবং অবিচল হাত অনিশ্চিত মুহূর্তে রোগীদের আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে, কেবল চিকিৎসাই স্থায়ী ছাপ ফেলে না, বরং ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তে তাদের যত্ন নেওয়া নার্সদের দয়া এবং উপস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ। নার্সিং চিকিৎসার রুটিনের অঙ্গ, এই সেবা প্রায়শই ব্যথার সময় স্থির হাত, অস্ত্রোপচারের আগে আশ্বস্তকারী কণ্ঠস্বর, অথবা আরোগ্যের পথে মৃদু উৎসাহ।রোগীরা প্রায়শই নার্সদের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন সান্ত্বনা, বোধগম্যতা, ধৈর্যশীলতা এবং বিশ্বাসযোগ্য শব্দ ব্যবহার করে। অস্ত্রোপচার থেকে সেরে ওঠা একজন বয়স্ক ব্যক্তি হোক বা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে থাকা শিশুর দেখাশোনা করা একজন বাবা-মা, একজন সহানুভূতিশীল নার্সের উপস্থিতি প্রশান্তি এবং আশার অনুভূতি নিয়ে আসে। যখন নার্সিং যত্ন সঠিকভাবে করা হয়, তখন এটি কেবল শরীরকে সুস্থ করে তোলে না, এটি আত্মাকে উন্নীত করে।স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যত জটিল হচ্ছে, নার্সদের ভূমিকা ততই প্রসারিত হচ্ছে, যার জন্য কেবল ক্লিনিকাল দক্ষতাই নয়, নেতৃত্ব, অভিযোজনযোগ্যতা এবং মানসিক স্থিতিস্থাপকতারও প্রয়োজন। আগামী বছরগুলিতে মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করার জন্য নার্সিং কর্মীবাহিনীতে বিনিয়োগ অপরিহার্য।নার্সরা কেবল যত্নশীলই নন, তারা ক্লিনিক্যাল টিমের অবিচ্ছেদ্য সদস্য, যারা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি রোগী সময়মত, সম্মানজনক এবং ব্যাপক যত্ন পান। তাদের নিষ্ঠা কেবল দৈনন্দিন রুটিনেই নয়, বরং তারা যেভাবে রোগীর চাহিদাগুলি অনুমান করে, দুর্দশার সময় সান্ত্বনা প্রদান করে এবং ক্লিনিক্যাল নির্ভুলতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখে তাতেও তাদের নিষ্ঠা দৃশ্যমান।নিয়মিত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রোগ্রাম, কর্মশালা এবং হাতে-কলমে সেশন নিশ্চিত করে যে নার্সরা সর্বশেষ ক্লিনিকাল অনুশীলন এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে আপডেট থাকে।নার্সদের ক্রিটিক্যাল কেয়ার, জরুরি অবস্থা , অপারেশন থিয়েটার, মাতৃত্ব এবং শিশু বিশেষজ্ঞের মতো নির্দিষ্ট বিভাগের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় , যা আরও মনোযোগী এবং কার্যকর যত্ন প্রদানের সুযোগ করে দেয়।আন্তর্জাতিক নার্স দিবস দর্শন সহানুভূতি, স্পষ্ট যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার উপর জোর দেয়, যা রোগীদের এবং তাদের পরিবারের জন্য আস্থা এবং সান্ত্বনাকে শক্তিশালী করে।অস্ত্রোপচারে সহায়তা করা হোক বা অসুস্থতা থেকে শিশুকে পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা, হাসপাতালেক্লিনিকাল দক্ষতা এবং মানসিক বুদ্ধিমত্তায় তারা হাসপাতালের নিরাময় পরিবেশের স্তম্ভ হয়ে উঠেছেন।নার্সিং হলস্বাস্থ্যসেবার নীরব শক্তিগুলির মধ্যে একটি, যা করুণা, দক্ষতা এবং অক্লান্ত নিষ্ঠার উপর নির্মিত। জরুরি সেবা পরিচালনা করা হোক বা সান্ত্বনার কথা বলা হোক, নার্সরা মানবতাকে আরোগ্যের দিকে নিয়ে আসে। তাদের ভূমিকা কেবল চিকিৎসা করা নয়, বরং রোগীদের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তে শোনা, সমর্থন করা এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো। আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে, আমরা তাদের নিঃস্বার্থ সেবা এবং প্রতিটি হাসপাতালের ওয়ার্ড এবং ক্লিনিকের করিডোরে তাদের স্থায়ী প্রভাবকে সম্মান জানাই।ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে পালিত হয় নার্স দিবস।নবি মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর নার্স কর্মীরা শপথ গ্রহণ করেনএই দিনে। এই শপথটি ‘নাইটিঙ্গেল অঙ্গীকার’ নামে পরিচিত, যা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সম্মানে নামকরণ করা হয়েছে।ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকীতে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয়। নাইটিঙ্গেলকে আধুনিক নার্সিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। থানের হাসপাতালে নার্সরা নাইটিঙ্গেলকে শ্রদ্ধা জানান।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নার্সদিবস উপলক্ষে নার্সদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।মোদি বলেছেন, ’আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হল ,আমাদের পৃথিবীকে সুস্থ রাখতে দিন রাত কাজ করে চলা নার্সদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি বিশেষ দিন। কোভিড-১৯ কে পরাস্ত করার লক্ষ্যে অসামান্য কাজ করে গিয়েছেন নার্সরা।আমরা নার্স এবং তাদের পরিবারের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আমাদের কঠোর পরিশ্রমী নার্সিং কর্মীরা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন। আজ, আমরা নার্সদের কল্যাণে কাজ করার বিষয়ে আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় স্মরণ করছি এবং সেবাকর্মীদের যাতে কোনও অভাব না হয় সেজন্য এই ক্ষেত্রে আরও সুযোগ তৈরির বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করছি।’মোদির সাথে ১৪০ কোটি ভারতবাসীআন্তর্জাতিক নার্স দিবসে প্রতিটি নার্সকে শ্রদ্ধা জানায়।সামগ্রিকভাবেনার্সিং অনুশীলনে সহানুভূতি এবং সমতার গুরুত্বকে তুলে ধরে, যার লক্ষ্য সকলকে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। প্রতিটি নার্সকে সারা জীবন ধরে প্রতিদিন শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেলেই আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের উদ্দেশ্য সফল হবে।